৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক
মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

سنی جاگرن

সংখ্যা- অক্টোবর -২০১৬

www.sunnijagoran.ga

www.sunnijagoran.ga

—ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ—

নাওয়াসায়ে সদরুল আফাযিল সাইয়েদ নিজামুদ্দীন নাঈমী, খানকায়ে নাঈমীয়া, দুবরাজপুর, ইসলামপুর, বীরভূম ।
মুফতী মোখতার আহমাদ - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কলকাতা
মুফতী নুর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
ডঃ মুফতী সাকিল আহমাদ আসবী,
চেয়ারম্যান আল জামিয়াতুল আসবিয়া এডুকেশনাল চ্যারিটাবল ট্রাস্ট ।
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট
শায়খুল হাদীস মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিন ২৪ পরগানা

—ঃ সূচীপত্র ঃ-

—ঃ বিষয় ঃ—	—ঃ পৃষ্ঠা ঃ—
১ - নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	১
২- দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার	২
৩ - খিঁসিয়ানি বিল্লী খাম্বা নোচে	৩
৪ - তাসাউফ সংস্কারে আ'লা হজরত	১৩
৫ - আমার অন্তরিক আবেদন	১৬
৬ - স্বাধীনতা আন্দোলনে সুন্নী উলামা	১৮
৭ - ফাতাওয়া বিভাগ	২০

—ঃ সম্পাদক ঃ—
মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, পিন - ৭৪২৩০৪
মোবাইল নং - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

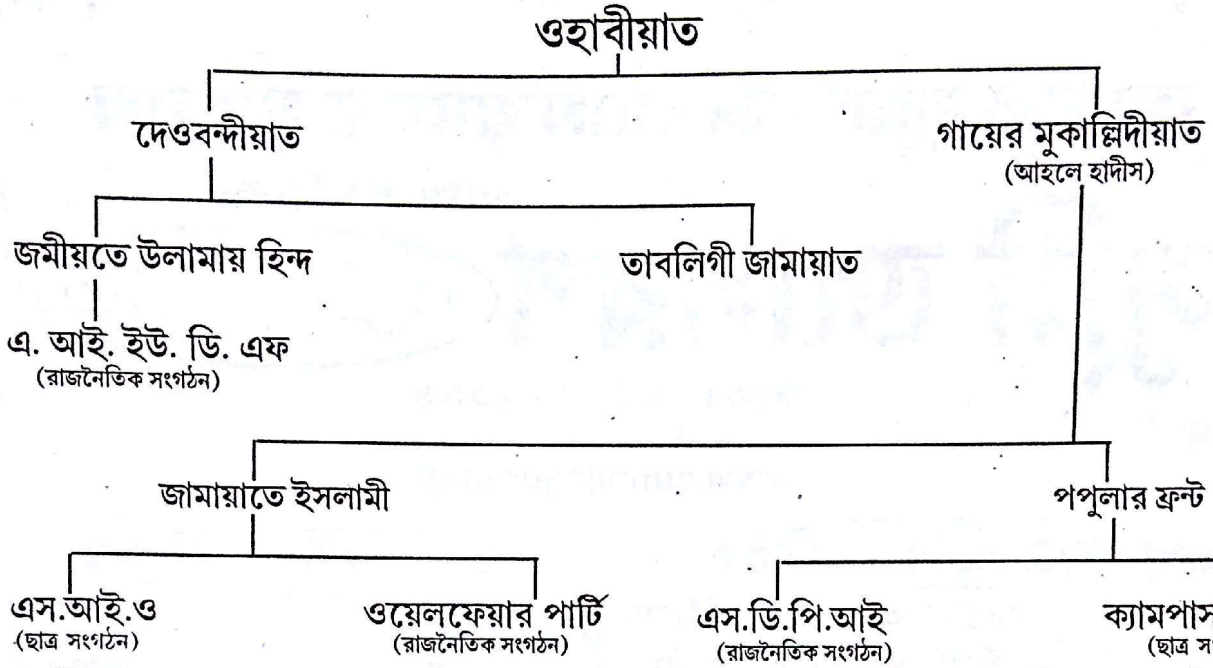

সুন্নী মুসলমান ! নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন তাহাদের সম্পর্কে কি এখনো পর্যন্ত সন্ধিহান ? তাহাদের গোমরাহী সম্পর্কে কি এখনো দোদুল্যমান ? এই গোমরাহ জামায়াতগুলি বর্তমান সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য একটি নতুন প্রস্তাব আনিতেছে যে, নিজেদের মধ্যে মতভেদ ভুলিয়া গিয়া এক হইবার প্রয়োজন । এই প্রস্তাবকে মানাইবার জন্য তাহারা একটি সবন্বয় কমিটি গঠন করিয়াছে । এই কমিটির মধ্যে থাকিবে সর্বদলীয় আলেম । সাধারণ মানুষের সামনে সবাই যৌথভাবে একটি প্রস্তাব পেশ করিবে যে, আমরা কেহ কাহারো বিপক্ষে কথা বলিবনা । যে যাহা করিতেছে সে তাহা করিবে । শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ওহাবীদের এই প্রকার প্রস্তাবকে বাস্তব করিবার জন্য বীরভুমের সিউড়িতে একটি সভা করাও হইয়াছে । সেই সভাতে দুই একজন সুন্নী মৌলবী সাহেব নাকী যোগও দিয়া ছিল । সুন্নী মুসলমান, খুব সাবধান ! ওহাবীদের এই চক্রান্তে পড়িবেন না । এই প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া ঈমানকে বর্বাদ করিবার নামান্তর । খুব মনে রাখিবেন —

(ক) ওহাবীরা আজ নয়, বরং উহাদের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুন্নী মুসলমানদের গোমরাহ করিবার জন্য শত চক্রান্ত করিয়া থাকে । অনেক সময়ে সহজ সরল অনেক আলেম তাহাদের ধোকায় পড়িয়া গিয়াছেন । পরে অনেকে ফিরিয়াছেন আবার অনেকে ফিরিতে পারেন নাই ।

(খ) সমস্ত মুসলমানদের এক হইবার প্রস্তাবটি আমরা ওহাবীদের নিকট থেকে শুনিতে যাইবো কেন ? আমরা প্রস্তাব প্রদান করিতেছি, সমস্ত মুসলমানদের এক হইয়া যাওয়া জরূরী। অবশ্য তাহা হইবে আকীদার ভিত্তিতে । নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন তাহারাতো প্রত্যেকেই বাতিল আকীদার উপরে প্রতিষ্ঠিত । নিজেদের বদ আকিদাগুলি সংশোধন করিয়া নিলে সবাই এক হইয়া যাইবো । কাহারো কোন প্রস্তাব আনিবার প্রয়োজন হইবে না ।

(গ) ওহাবীদের প্রস্তাবে সাড় দিলে সর্বনাশের শেষ থাকিবে না । কারণ, ইহাতে সুন্নীদের জবান ও কলম বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহারা এই সুযোগে নিজেদের গোমরাহী কাজগুলি দ্রুতগতিতে চালাইয়া যাইবে ।

(ঘ) কোন আলেমের উচিত হইবে না সবন্বয় কমিটিতে যোগ দেওয়া । কারণ, তাহাদের লক্ষ করিয়া হাজার হাজার সুন্নী গোমরাহ হইয়া যাইবে ।

(ঙ) সুন্নী মুসলমান, খুব সাবহান ! ওহাবীদের গোমরাহী জালে জড়াইয়া যাইবেন না । যদি কোন আলেমকে সবন্বয় কমিটির সদস্য হইতে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার থেকে অবশ্যই দুরে থাকিবেন । সেই দিন আসিতে আর বেশিদিন বাকি নাই । এই সবন্বয় কমিটি কাদিয়ানীদের পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া চলিবে । এইবার বলুন, একতার নামে ঈমান বিক্রয় করা হইবে কি না ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার

কমবেশি প্রায় চল্লিশ বছর থেকে বর্ধমান মেমারীর গোলাম মোর্তজা সাহেব কিয়াম এর উপরে একটি চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছে যে, যদি কেহ প্রমান করিতে পারেন যে, সাহাবায় কিরাম কিয়াম করিয়াছেন অথবা বড় পীর সাহেব করিয়াছেন অথবা খাজা সাহেব করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব। পরে এই অঙ্কটি বাড়াইয়া কুড়ি হাজার করিয়াছিলেন। তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকাও করিয়া ছিলেন। বর্তমানে বাজার মুল্যের দিকে তাকাইয়া অঙ্কটি বাড়াইয়া বলিতেছেন - এক লক্ষ টাকা।

সুন্নী উলামায় কিরাম গোলাম মোর্তজা সাহেবকে গোলাম মারদুদ বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার কথায় কোন গুরুত্ব দিয়া থাকেন না। কারণ, না তিনি কোন আলেম মানুষ, না তাহার চ্যালেঞ্জ কোন যুক্তি সঙ্গত। কারণ, কোন জিনিষ নাজায়েজ হইবার জন্য সরাসরি কোরয়ানে অথবা হাদীসে নিষেধ থাকা শর্ত। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম যাহা করেন নাই তাহা নাজায়েজ - হারাম, কিংবা বিদয়াত হইবে এমন কথা ইসলামে বলা হয় নাই। অন্যথায় গোলাম মোর্তজা নিজেই হইয়া যাইবেন অবৈধ্য বিদয়াত। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম করিয়া যান নাই এমন বহু কাজ রহিয়াছে যেগুলি ওহাবী দেওবন্দী থেকে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং, গোলাম মোর্তজা পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ বলিয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার মধ্যে এই বোধটিকু নাই বলিয়া নির্বোধ নাদানের ন্যায় চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন। যদিও গোলাম মোর্তজা সাহেব চল্লিশ বছর থেকে এই প্রকার চ্যালেঞ্জ করতঃ দেওবন্দীদের গোলামী করিয়া আসিতেছেন তবুও তাহারা তাহাকে আলেম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন না। যাইহোক, কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি, আজকাল দেওবন্দীরা প্রায় জায়গায় সুন্নীদের ধরিয়া ধরিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, গোলাম মোর্তজা সাহেব ৩০/৪০ বছর থেকে এতো বড় অঙ্কের চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু সুন্নী আলেমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতঃ অঙ্কটি আদায় করিতে পারিতেছেন না কেন ? নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে।

বর্তমানে ওহাবী-দেওবন্দী-তাবলিগী-জামায়াতে ইসলামি, তথা সমস্ত বাতিল ফিরকার লোকেরা গোলাম মোর্তজা সাহেবের চ্যালেঞ্জের প্রতি খুব বাহবা নিয়া থাকে। এই জন্য আমি সমস্ত বাতিল ফিরকার নিকট, বিশেষ করিয়া গোলাম মোর্তজা সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার দিগকে প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি সালাম পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু কি প্রকারে সালাম পাঠ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই। সুতরাং আমরা দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করা জায়েজ মনে করিয়া দাঁড়াইয়া পাঠ করিয়া থাকি। যদি কেহ, বিশেষ করিয়া গোলাম মোর্তজা সাহেব এই প্রকার সালাম পাঠ করা সরাসরি কোরয়ান অথবা হাদীস থেকে নাজায়েজ - হারাম কিম্বা বিদয়াত বলিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবো। এই সঙ্গে আরো বলিতেছি, যদি কেহ আমার এই চ্যালেঞ্জটি গোলাম মোর্তজার নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া জবাব আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকেও দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবো। প্রাকাশ থাকে যে, বাহককে দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এইজন্য দিয়াছি, যাহাতে কাজটি তড়িঘড়ি হইয়া থাকে। জানিনা, মরনের মারে কে আগে মরিবে !

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার এই লেখাটি কয়েক বছর পূর্বে পরপর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া ছিলাম। কিন্তু কোন দিক দিয়া 'টু' শব্দটুকু শুনিতে পাই নাই। কিন্তু অল্প দিন হইল মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর এলাকায় বালুমাটি গ্রামে গোলাম মোর্তজা সাহেব আসিয়া আবার সেই পুরাতন চ্যালেন্জ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কিয়াম প্রমান করিতে পারিলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবো। এই জন্য আমিও আবার দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষনা করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, গোলাম মোর্তজা সাহেব আরো বলিয়াছেন, যাহারা কিয়াম করিবে কাওসারের পানি পাইবে না। তাহার বক্তব্যে আরো প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহার বাপ ও দাদা কিয়াম করিতেন এবং তিনিও প্রথম জীবনে কিয়াম করিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

খিঁসিয়ানী বিল্লী খাম্বা নোচে

ওগো খোদা তুমি কে ? তাই,
কে জানাবে তোমার পরিচয়,
তোমার তত্ত্ব যে জেনেছে,
সে করেছে জগৎ জয় ।
কোন পথেতে গেলে চলে,
বল দয়াল তোমার দেখা মিলে,
কারে শুধায় কেবা বলে,
জিজ্ঞাসার লোক পায় কোথায় ।
আঁধারেতে তুমি আলো,
তুমি মঙ্গল তুমি ভালো,
তুমি চালাও তুমি চলো,
তাই দেখে মোর সন্দেহ হয় ।
তুমি বাদশা হয়ে তখতে বস,
তুমি কৃষান হয়ে জমি চষ,
তুমি বৈদ্য হয়ে রোগ বিনাশ,
রুগী হয়ে রও শয্যায় ।
তুমি গায়ক হয়ে গাওনা ধর,
তুমি শ্রোতা হয়ে শ্রবন করো,
তুমি ভক্ষক হয়ে ভক্ষণ করো,
তুমি রক্ষক শোনা যায় ।
আলেমের মুখেতে শুনি,
খাওনা তুমি দানা পানি,
তুমি দানা তুমি-ই পানি,
এভেদ তত্ত্ব বুঝা দায় ।
এ ভেদ বুঝতে হলে,
চল মুর্শিদের কদম তলে,
পাক কদম নে বুকে তুলে,
মহব্বাত হীন অধম কয় ।
ওগো খোদ .....
কে জানবে .....।

আমার সুন্নী ভাইগন ! আপনারা ঈমান শর্তে বলুন ! ইহা কি ইসলামী গজল, না আল্লাহ তায়ালার সত্তা সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিমদের আকীদাহ বা ধারনাকে কতল ? কেহ কাহারো ভক্তিতে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু কাহারো ভক্তি যদি আল্লাহ ও রসুলের শান বিরোধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন মুসলমান বর্দাশত করিতে পারে না । 'ভক্তি গীতি' র মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে বলা হইয়াছে গায়ক, ভক্ষক, কৃষান, রুগী, দানা ও পানি । প্রত্যেক পাঠক নিজেরা বলিবেন, আল্লাহর পবিত্র শানে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা কিরূপ হইবে । তবে আমি শরীয়াত সম্পর্কে যতটুকু অবগত রহিয়াছি তাহাতে এই শব্দগুলি যে আল্লাহর শান বিরোধী সন্দেহ নাই । এইজন্য আমি শরীয়াত মুতাবিক তাহাদের তিন জনের নিকট তওবা করিবার দাবী জানাইয়া ছিলাম । এই তিনজন হইল গজলের সম্পাদক, প্রকাশক ও গজল সম্পর্কে অভিমত দাতা । ইহাতে আমার উদ্দেশ্য আদৌ এইরূপ ছিল না যে, তিনজনকে খাঁটো করিয়া দেখানো, বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল সুন্নীদিগকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

সমালোচনার হাত থেকে বাঁচানো, যাহাতে ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় সুন্নীদের বিরুদ্ধে গজলটিকে হাতিয়ার করিতে না পারে ।

আজ কে না জানে যে, বাতিল ফিরকাগুলি সুন্নীদের বিরুদ্ধে একশটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছে । যে গুলি আদৌ অস্বীকার করিবার নয় । যেমন পীরের পা চোঁসা থেকে আরম্ভ করিয়া পীরকে সিজদাহ করা, কবরে কাওয়ালী থেকে আরম্ভ করিয়া ইংলিশ বাজনা বাজাইয়া চাদর চড়ানো, পীরের মাজারে উরূসের নামে নাম মাত্র মীলাদ কিয়াম, বাকী কাজগুলি হইল মেয়ে মরদের মেলা, গান বাজনা রঙতামাশা সেই সঙ্গে পঞ্চরস পর্যন্ত হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । কেবল এখানেই সব শেষ নয়, বরং বর্তমানে পীরকে আর পীর বাবা বলিয়া সাধ মিটিতেছে না, সরা সরি বলিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে - পীরই আমার আল্লাহ । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! নাউজু বিল্লাহ নাউজু বিল্লাহ । কিছু পীর মুরীদ মহলে নিজেদের ছবি ছাড়িয়া দিয়াছে । রীতিমতো মুরীদগন এই ছবিগুলিতে সকাল সন্ধায় ধুপধুনা দিতে আরম্ভ করিয়াছে । আগামী দিনের জন্য এইগুলি কিসের ভুমিকা তৈরি হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । যাক, এখন কাহারো কলম যদি এই কাজগুলিকে বাতিল বলিয়া ঘোষনা করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে বাতিল ফিরকা গুলির অভিযোগের বিরুদ্ধে সঠিক সুন্নীগন জোরগলায় বলিতে পারিবেন যে, আমরা এই কাজগুলির বিরোধিতা কারিয়া থাকি । অন্যথায় বাতিলের তলোয়ার সুন্নীদের নাক কাটিয়া দিবে । কোন ওহাবী দেওবন্দী যখন 'আলীম পুরী ভক্তি গীতি' হাতে নিয়া হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়াইয়া সুন্নীদের লজ্জা দিতে থাকিবে যে, এই দেখুন ! সুন্নীদের খোদা কৃষান হইয়া জমি চষিয়া থাকে, সুন্নীদের খোদা রূগী হইয়া বিছানায় শয়ন করিয়া থাকে, সুন্নীদের খোদা গায়ক হইয়া গান করিয়া থাকে আবার ভক্ষক হইয়া ভাল মন্দ খুব খাইয়া থাকে ইত্যাদি । তখন সুন্নীগন আমার 'সুন্নী জাগরন' পত্রিকাকে হাতে নিয়া হুঙ্কার দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিবে যে, ওহাবী দেওবন্দী সাবধান ! এই 'সুন্নী জাগরণ' দেখিয়া নাও । তোমরা যাহা বলিতেছো তাহা আমাদের আকীদাহ বা ধারনা নয় । তোমরা যাহা বলিতেছো তাহা কোন বোকা বেওকুফের কথা । আমার উদ্দেশ্য ছিলো ইহাই ! কিন্তু আলিমুদ্দিন রেজবী রাগে অধীর হইয়া আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপরে বড় সাইজে বার পৃষ্ঠার একটি শয়তানী কাব্য রচনা করিয়াছে । তাহার এই বিজ্ঞাপন বা পুস্তিকাটি পাঠ করিলে লজ্জাহীন নর্তকী পর্যন্ত লজ্জায় নতশির হইয়া যাইবে । আলিমুদ্দিন তো নিজে কালি মাখিয়া কালো হইয়াছে, আবার 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার সমস্ত সদস্যকে কালি মাখাইয়া কালো করিয়া দিয়াছে । কারণ, সে তাহার পুস্তিকায় লিখিয়াছে, ত্রৈমাসিক সুন্নী জগত পত্রিকার কমিটির পক্ষে - সভাপতি আলহাজ মুফতী মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী এবং আলীমপুর গওসিয়া আযিযিয়া আলীমিয়া খানকার পক্ষে - মেজো সাহেব জাদা মওলানা মোঃ আব্দুর রহীম নাকশেবান্দী মুজাদ্দেদী ।

আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, শরীয়াত মুতাবিক আমার দায়িত্ব পালন করিয়া দিয়াছি, আর কাহারো কথায় কর্নপাত না করিয়া নিজের কাজ করিতে থাকিব । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার এক কলম লিখিতে বাধ্য হইয়া গিয়াছি । সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া শতাধিক আলেম ও তালিবুল ইল্ম আমার নিকটে আবেদন করিয়াছে যে, হুজুর ! আমরা আপনার কাজে বাধা প্রদান করিতে চাহিতেছি না । কিন্তু যদি আপনি কোন প্রকার জবাব না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বহু মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে থাকিয়া যাইবে । আমি কাহারো কথায় গুরুত্ব না দিয়া কোন জবাব না দেওয়ার উপরে অটল ছিলাম । কিন্তু যখন আমার দারসে হিদাইয়ার স্নেহের আলেমগন খুব পিড়াপিড়ি করিয়া বলিয়াছে যে, হুজুর ! মৌলবী আলীমুদ্দীন আপনার বই পুস্তকের মধ্যে যে সমস্ত ভুল বাহির করিয়া সমাজের সামনে ধরিয়াছে, যদি আপনি সেগুলির জবাব না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার বই পুস্তকের প্রতি মানুষের গুরুত্ব কম হইয়া যাইবে । সুতরাং আমাদের এই অনুরোধ টুকু দয়া করিয়া মানিয়া নিন । এইবার আমি কলম ধরিতে বাধ্য হইয়াছি । কারণ, ইহারা ২০১৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আজ পর্যন্ত আমার দরসে হিদাইয়ার মজলিসে শরীক হইয়া থাকে । ইহাদের অনুরোধ আমার নিকট দোয়া সরূপ ।

বিড়াল যখন খুব তাড়া খাইয়া থাকে তখন সে রাগে যেখানে সেখানে আঁচড়াইতে আরম্ভ করিয়া থাকে । আলীমুদ্দিনের অবস্থা হইয়াছে অনুরূপ । তাহার উচিত ছিল, নিজের ঈমানের মুল্য দিয়া তওবা করিয়া নেওয়া । কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

আসলে যদি মুল ধন না থাকে, তাহা হইলে কিসের জন্য তওবা করিবে ! আলীমুদ্দিন আমার বই ও লেখাতে যে ভুল গুলি ধরিয়াছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত জবাব ।

(১) আমি গজলটিকে কেন্দ্র করিয়া লিখিয়াছি, 'তিন জনের প্রতি তওবা অয়াজিব' । এই স্থলে আলীমুদ্দিন লিখিয়াছে সত্যি যদি, সত্যি যদি, সত্যি যদি, কেউ কুফরী কাজ করে বা কুফরী কথা বলে বা লেখে, তাহলে তার উপরে তওবা করা অয়াজিব হবে না, বরং তার উপর তওবা করা ফরজ হয়ে যাবে । ছামদানীর ফতুয়া লিখা দেখে মনে হচ্ছে যে, ফতুয়া দেওয়ার ব্যাপারে বেচারা এখন পর্যন্ত দাঁতেনি । যাইহোক, এখানে কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি, সারা দুনিয়া জ্ঞাত রহিয়াছে যে, নামাজের ন্যায় হজ ও যাকাত ফরজ । কিন্তু হানাফী মাযহাবের নির্ভর যোগ্য কিতাব কুদুরীর মধ্যে বলা হইয়াছে الحج واجب হজ হইল অয়াজিব । আনুরূপ বলা হইয়াছে যে, الزكوة واجبة যাকাত হইল অয়াজিব । আসল কথা হইল যে, আহলে উসুল বা ফকীহগন ফরজ শব্দের স্থলে অয়াজিব শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই বোধটুকু বোকার মধ্যে নাই । আমার হাতে পায়ে চুমা দেওয়া ছেলে আলীমুদ্দীন শতানের চক্রান্তে পড়িয়া আমার মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে । তাই তাহাকে কিছু বলা সভা পাইবে না । অন্যথায় আমার 'দারসে হিদাইয়ার' মজলিসে মাঝে মধ্যে আসিয়া বসিবার কথা বলিতাম । তাহা হইলে কে দাঁতিয়াছে দেখা যাইতো !

(২) আমি লিখিয়াছি, 'সাহাবাদিগের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ'। এই স্থলে আলীমুদ্দীন লিখিয়াছে আ'লা হজরত (আলাইহির রহমা) সহ এশিয়া মহাদেশের অন্তত ৩০ জন সুন্নী ওলামায়ে কেরাম, তাহাদের কিতাবাদিতে সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ২৫ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু ছামদানী তার 'মুসনাদে ইমাম আযম এর বঙ্গানুবাদে '৩' পৃষ্ঠায় সাহাবীদের সংখ্যা দশ লক্ষ বলে উল্লেখ করেছে । ছামদানীকে হয় এর উপযুক্ত প্রমান পেশ করতে হবে । নচেৎ তাকে প্রকাশ্যে তওবা নামা প্রকাশ করতে হবে। ইহার পরে আলীমুদ্দীন যাহা লিখিয়াছে তাহা লিখিয়াছে।

আসল কথা হইল যে, সাহাবা দিগের সর্বোচ্চ সংখ্যা কেহ নির্নয় করিতে পারেন নাই । এবিষয়ে 'আল আসালীবুল বাহীয়া' কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । এই কিতাবে ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - "لا يعلم حقيقة ذلك الا الله تعالى لكثرة من اسلم من اول البعثة الى ان مات النبى ﷺ وتفرقهم فى البلدان والبوادى" এবিষয়ে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত রহিয়াছেন । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নবুওয়াত প্রচার থেকে তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত ব্যাপক মানুষ ইসলাম গ্রহন করিয়াছেন এবং তাঁহারা বিভিন্ন শহরে ও বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়াইয়া গিয়াছেন ।

এই স্থানে আরো বলা হইয়াছে - "والى حجة الوداء فى سبعين الفا وقيل مائة الف واربعة عشر الفا ويقال اكثر من ذلك"

হুজ্জাতুল বিদাতে সত্তর হাজার, কেহ বলিয়াছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, আরো বলা হইয়া থাকে ইহা অপেক্ষা বেশি সাহাবায় কিরাম উপস্থিত ছিলেন ।

এই স্থানে আরো বলা হইয়াছে - "وقد روى انه ﷺ قبض عن مائة الف واربعة عشرين الفا والله اعلم بحقيقة ذلك"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করিয়াছেন তখন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায় কিরাম হায়াতে ছিলেন । তবে আল্লাহ তায়ালা ইহার আসল অবস্থা বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন ।

এবিষয়ে অনেক উক্তি রহিয়াছে । যাই হোক, সাহাবায় কিরামদিগের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ২৫ হাজার বলিয়া আমাদের কোন্ কোন্ সুন্নী আলেম তাঁহাদের কোন্ কোন্ কিতাবে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাতো আলীমুদ্দীনের প্রমান প্রদান করিবার দায়িত্ব । তবে আমি যে প্রায় দশ লক্ষ বলিয়াছি তাহা আমার এই মুহূর্তে স্মরনে আসিতেছে না । খুবই সম্ভব কোন কিতাবে আমার নজরে পড়িয়াছে । তবে আমি কথাটি স্মরনে রাখিয়া দিলাম । আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বলিয়াছেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী । (আল মালফুজ তৃতীয় খন্ড ৫৮ পৃষ্ঠা) আ'লা হজরত কোন্ কিতাবে বলিয়াছেন, সর্বচ্চো একলক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবী তাহা প্রমান করিবার দায়িত্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

আলীমুদ্দিনদের । অন্যথায় সবাইকে প্রকাশ্য তওবা করিতে হইবে।

(৩) আলীমুদ্দীন লিখিয়াছে - দারসে নেযামিয়া মাদ্রাসার একটি ত্বলিবে ইলমও জানে যে, আসল শব্দ 'সাজদা' কিন্তু ফোহড় মওলবী ছামদানী তার উক্ত নামাজ শিক্ষা বইয়ের ভিতরে ২০ - ২৫ জায়গায় 'সিজদা' লিখে রেখেছে - ছিঃ ছিঃ ছিঃ । ..... তাকে তওবা করতে হবে কিনা ?

আলীমুদ্দীন আরো লিখিয়াছে, রমযান মাসের ভোর রাতে মুসলমানেরা যে খাবার খেয়ে রোজা রাখে, আরবী ভাষাতে সেই খাবার টিকে 'সাহরী' বলে ..... কিন্তু গোলাম ছামদানী চার পাঁচ জায়গায় 'সেহরী' লিখে রেখেছে । ..... এই জন্য তওবা করতে হবে না ?

এই স্থলে আমার বক্তব্য হইল যে, ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত আমার সুন্নী নামাজ শিক্ষার শেষ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়া বলিয়া দিয়াছি যে, আমি আমার বই পুস্তকের মধ্যে কিছু প্রচলিত শব্দ রাখিয়া দিব । যেমন মসলা । এই শব্দটির আসল উচ্চারণ হইবে মাসয়ালাহ । যাইহোক, আসল কথা হইল যে, কিছু শব্দ সমাজে চালু হইয়া রহিয়াছে । সাধারন মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া আলেম উলামাগন পর্যন্ত সেই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন । যেমন বেরেলি, ওহাবী, সেহেরী ও সিজদা ইত্যাদি । ইহার আসল উচ্চারণ হইবে বেরেলবী, ওহ্হাবী, সাহরী, সাজদাহ । ইল্মেনুহে বা আরবী ব্যকরনে এই নিয়মটিকে বলা হয় كثرت استعمال বা ব্যাপক ব্যবহার । এইগুলি আসলে ভুল নয় । কিন্তু খিঁসিয়ানী বিল্লীর মত আলীমুদ্দীন আসল কথা চাপা দেওয়ার জন্য আমার বই পুস্তক হাঁচড়াইয়া বানানে ভুল ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আরে খিঁসিয়ানী বিল্লী আলীমুদ্দীন ! তুমি আমার যে শব্দটি ভুল ধরিয়া তওবা করিবার দাবী জানাইতেছো সেই শব্দটি তুমি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারো নাই । তুমি লিখিয়াছো - আসল শব্দ হলো 'সাজদা' । কিন্তু আসল শব্দ হইল 'সাজদাহ্' । তোমার সঠিক, না আমার সঠিক তাহা গাড়ি ঘাট অথবা শাইদাপুর মাদ্রাসার ত্বালিবুল ইল্মদের নিকট থেকে শব্দটি সঠিক করিয়া নিবে এবং সেই সঙ্গে বাচ্চাদের নিকটে তওবা করিয়া নিবে । আরে খিঁসিয়ানী বিল্লী আলীমুদ্দীন! তোমার বিজ্ঞাপনে এক কুড়ির বেশি ভুল রহিয়াছে । যেমন - কোরান, ফতুয়া, রহমা, আলা হজরত, সুন্নার, তওবা, মহম্মদ, মসলা, আক্বিদা, ইমান, তাজ্জব, আল্লামা, জামাতের, ওহাবী, মুস্তাফার, ওসিলায়, মিলাদে, আল্লার, ইবলিসের ও হাদিসের। এইগুলির আসল বানান হইবে - কোরয়ান, ফাতওয়া, রহমাহ, আ'লা হজরত, সুন্নাহর, তাওবাহ, মুহাম্মাদ, মাসয়ালাহ, আক্বীদাহ, ঈমান, তায়াজ্জুব,আল্লামাহ, জামায়াতের, ওহহাবী, মুস্তফার, ওসীলায়, মীলাদে, আল্লাহর, ইবলীসের, হাদীসের ।

আবার দেখ ! তুমি 'আলীমপুরী ভক্তিগীতি' র উপরে যে এক পৃষ্ঠা অভিমত লিখিয়াছো সেখানে এক গন্ডার বেশি ভুল রহিয়াছে । যেমন - হাবিবিহিল, কারিম, আলামিন, নাতে রসুল, ইলাহি ও আকিদা ইত্যাদি । এই শব্দগুলির সঠিক উচ্চারন হইবে - হাবীবিহিল, কারীম, আ'লামীন, নায়াতে রসূল, ইলাহী ও আক্বীদাহ ।

(৪) আলীমুদ্দীন লিখেছে - ছামদানী লিখেছে 'মোসনাদে ইমাম আযম' আর বঙ্গানুবাদের নাম লিখেছে 'মুসনাদে ইমাম আযম' এবার ছামদানী বলুক তার কোন বানানটি সঠিক ? ভুল বানান লিখার জন্য কি তওবা করতে হয় না ?

আমি বলিতেছি, মুসনাদ ও মোসনাদ দুইটিই ঠিক । আর যদি উলামায়ে কিরাম বলিয়া থাকেন যে, দুইটির মধ্যে একটি ভূল, তাহা হইলে এমন ভুল নয় যে, আমার উপরে তওবা লাযিম হইয়া যাইবে । এইবার আলীমুদ্দীন বলো - আলা হজরত ও আলা হজরাত । ইহার মধ্যে কোন বানানটি সঠিক ? আলা ও আ'লা । ইহার মধ্যে কোন্ বানানটি সঠিক? তুমি আরো বলো - ওহাবী ও ওয়াহাবী । ইহার মধ্যে কোন্ বানানটি সঠিক ? আরো বলো - আক্বীদা ও আকিদা । ইহার মধ্যে কোন্ বানানটি সঠিক ? আরো বলো দেওবান্দী ও দেওবন্দী । ইহার মধ্যে কোন্ বানানটি সঠিক ? তোমার বিজ্ঞাপনে কত জায়গায় পায়খান করিয়া রাখিয়াছো তাহা খোঁজ রাখিয়াছো ? এই সব ভুলের জন্য তওবা করিতে হইবে না ? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ !

(৫) আমি আমার নাম লিখিয়া থাকি - গোলাম ছামদানী। আলীমুদ্দিন ও মৌলবী নাঈমুদ্দীন রেজবী সাহেব আমার ভুল ধরিয়াছেন যে, 'সামদানী' হইবে । অথচ আরবী অক্ষর 'সোয়াদ' "ص"এর উচ্চারন এখনো পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ ও আসামবাসীরা 'ছ' উচ্চারন করিয়া থাকে এবং দুই ২৪ পরগানা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ইত্যাদি জেলা গুলিতেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

'ছ' উচ্চারন করিয়া থাকে । বাংলা দেশের বড় বড় বই পুস্তকে 'ছ' ব্যবহার করা হয় এবং আলমানার অভিধানেও 'সোয়াদ' এর উচ্চারন 'ছ' করা হইয়াছে । এই সমস্ত ভুল ধরা ধরি করিতে যাওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় । অথচ আলিমুদ্দিন ও নঈমুদ্দিন সাহেব নিজেদের নামের বানান সঠিক লিখিতে পারেন না ।

আমার প্রিয় পাঠকগন ! 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর নাম গুলির অবস্থা দেখুন !

হাফিজ মাওলান মুস্তাকিম রেজবী,মাওলানা শামসুদ্দিন মেসবাহী, নিয়াজ আহমদ ক্বাদেরী, শাহ মহম্মদ আলী দাস্তেগীর, শাফিকুল ইসলাম রেজবী, ইব্রাহিম ক্বাদেরী, মাওঃ কেতাবুদ্দিন, হেলাল উদ্দিন রেজবী, হাবিবুর রহমান, নিজামুদ্দিন রেজবী,আলমগীর হোসাইন ইত্যাদি।

এই নামগুলির উচ্চারণ হইবে - মুস্তাক্বীম, শামসুদ্দীন, নিয়ায আহমাদ, শাহ মোহাম্মাদ আলী, শাফীক্বুল, ইব্রাহীম, কিতাবুদ্দীন, হিলালুদ্দীন, হাবীবুর রহমান, নিজামুদ্দীন, আলামগীর ।

এইবার ভাল করিয়া দেখুন ! আলিমুদ্দিন রেজবী, আলীমুদ্দিন রেজবী, মহম্মাদ আলীমুদ্দীন রেজবী ।নইমুদ্দিন রেজবী, নঈমুদ্দিন রেজবী, নাঈমুদ্দিন রেজবী ।

এই দুই মৌলবী সাহেব আমার নামের বানানে একটি ভুল দেখাইতে গিয়া নিজেরা বেশামাল হইয়া পড়িয়াছেন । দুই জনের নামের ছয় রকমের বানান ! মৌলবী আলিমুদ্দিন ও মৌলবী নঈমুদ্দিন রেজবী উভয়কে বলিতেছি, 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠার অবস্থায় তো চোখের কোনায় পানি দেখা যাইতেছে । আর যদি বাকী ৫৬ পৃষ্ঠার উপরে নজর বুলানো হয়, তাহা হইলে চোখের পানি তো পা পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে !

(৬) আলীমুদ্দীন লিখেছে - ছামদানি আরো লিখিয়াছে যে, 'ইমাম আবু হানীফা নব্বই বৎসর হায়াত পাইয়া ছিলেন'। এটাও ছামদানীর পেট বানানো কথা । এর জন্য তাকে তওবা নামা প্রকাশ করতে হবে । সকলের মতে তিনি সর্বোচ্চ ৮০ বৎসর হায়াত পেয়ে ছিলেন বলে বহু কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

এইস্থলে আমার বক্তব্য হইলো যে, ইমাম আবু হানীফা আলাইহির রহমার জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন তাঁহার জন্ম আশি (৮০) হিজরীতে । কেহ বলিয়াছেন তাঁহার জন্ম সত্তর (৭০) হিজরীতে । আবার কেহ বলিয়াছেন তাঁহার জন্ম এষট্টি (৬১) হিজরীতে । একষট্টি (৬১) হিজরীতে জন্ম ধরিলে তাঁহার বয়স হইবে নব্বই (৯০) বৎসর। আর সত্তর (৭০) হিজরীতে জন্ম ধরিলে তাঁহার বয়স হইবে আশি (৮০) বৎসর । আর আশি (৮০) হিজরীতে জন্ম ধরিলে তাঁহার বয়স হইবে সত্তর বৎসর । কারণ, তঁহার ইন্তেকাল সর্বসম্মতিক্রমে দেড়শত (১৫০) হিজরীতে হইয়াছে। তবে একষট্টি (৬১) হিজরীর কথা যে বহু কিতাবে রহিয়াছে তাহা আলীমুদ্দীনের আত্মায় খবর নাই । আলীমুদ্দীন বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছে, আমি নিজেই সুরকার ও গায়ক । আলীমুদ্দীন তো এখন সুর দিতে ও গাওয়াতে ব্যস্ত । কিতাব দেখিবার অবসর কোথায় !

ইমাম আবু হানীফার পোতা ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ বলিয়াছেন- وللجدى فى سنة ثمانين আমার দাদা আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন । (তারীখে বাগদাদ, সংগৃহিত ইমাম আবু হানীফা ইমামুল আইম্মাহ ফিল হাদীস)

ইমাম সুময়ানী কিতাবুল আনসাবের ২খ, ৩৫৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বলিয়াছেন - ولد سنة سبعين ইমাম আবু হানীফা সত্তর হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন ।

(১) ইমাম মুযাহিম যাওয়াদ নিজ পিতা (যাওয়াদ) বা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে বর্ননা করেন - ولد ابو حنيفة سنة احدى وستين ومات سنة خمسين وماة ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম ৬১ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। (তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৩১,মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা,১/৫)

(২) সুনানে তিরমিযী শরীফের রাবী ইমাম মুযাহিদ ইবনো যাওয়াদ নিজেই বলেন - انه ولد عام احدى وستين ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন । (কারদারী : মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, ১/৫)

(৩) ইমাম ইবনো খাল্লিকান বলেন - قيل : كانت ولادة أبى حنيفة سنة احدى وستين للهجرة কেহ বলিয়াছেন ইমাম আবু হানীফার জন্ম ৬১

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

হিজরীতে । (ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউয যামান, ৫/৪১৩)

(৪) ইমাম আবীল ওয়াফা কুরশী বর্ননা করেন - قيل انه ولد سنة احدى و ستين وقيل ثلاث وستين কেহ বলিয়াছেনইমাম আবু হানীফার জন্ম ৬১ হিজরীতে এবং কেহ বলিয়াছেন, তিনি তেষট্টি হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। (আল - জওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানাফীয়াহ, ১/২৭)

(৫) শারেহ সহী বোখারী আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী বলেন- وقيل مولده سنة احدى وستين কেহ বলিয়াছেন তিনি ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন । (ওমদাতুল ক্বারী শারহে বোখারী : কিতাবুয যাকাত ৯/৯৫)

(৬) ইমাম ইবনো হাজার হায়তামী মাক্কী কতিপয় আলিমের স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করে বলেন - انه ولد سنة احدى وستين তিনি ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন । (আল খায়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ৩১)

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা আলাইহির রহমার জন্ম নিয়ে ভিন্ন মত রহিয়াছে , তবে তাঁহার মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে হইয়াছে ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই । ৬১ সহ ১৫০ পর্যন্ত ধরিলে নব্বই (৯০) বৎসর হইয়া থাকে। উপরোক্ত ইমাম ও ঐতিহাসিকগনও কি পেট বানানো কথা বলিয়াছেন ? না তুমি পেট বানানো কথা বলিয়াছো যে, সবাই সর্বোচ্চ ৮০ বৎসরের কথা বলিয়াছেন ? এখন তওবা কে করিবে ? খিঁসিয়ানী বিল্লী বলো !

(৭) আলীমুদ্দীন লিখিয়াছে - সারা বিশ্বের সমস্ত সুন্নী ওলামায়ে কেরামের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা যখন-ই কোনো বুযুর্গানে দ্বীনের নাম নিবেন তখন-ই তাঁহাদের নামের পূর্বে কোন সম্মান সূচক শব্দ বা বাক্য অবশ্যই ব্যবহার করিবেন । কিন্তু ২৪ পরগানার ২৪ নম্বর এই ছামদানী তার মুসনাদে ইমাম আযমের বঙ্গানুবাদের ভিতরে, কমপক্ষে ১ হাজার বার ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র নাম শুধু 'আবু হানীফা, আবু হানীফা, আবু হানীফা' বলে উল্লেখ করেছে । তাঁর পবিত্র নামের আগে পরে কোথাও কোনো সম্মান সুচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেনি । আমার মনে হয়, ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর এতবড় বেআদব মুকাল্লিদ জগতে আর নাই । (৮ পৃঃ)

এই স্থলে আমার বক্তব্য হইল যে, আমি 'মোসনাদে ইমাম আযম' নামক হাদীসের কিতাব খানা অনুবাদ করিয়া দিয়াছি । মুল কিতাবের লেখক আল্লামা আবিদ সিন্ধী আনসারী আলাইহির রহমাহ যেমন লিখিয়াছেন আমি তেমনই রাখিয়া দিয়াছি। আসলে বোখারী ও মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার সমস্ত হাদীসের কিতাবের অবস্থা এইরূপ যে, সনদের মধ্যে বর্ননা কারীদের নামের আগে ও পরে কিছু লেখা থাকে না । কেবল নাম গুলি লেখা থাকে । এই কথার সত্যতা সমস্ত আলেম অবগত রহিয়াছেন । সাধারন মানুষ এই কথার সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য বাংলায় বোখারী মোসলেম খুলিয়া দেখিলে দেখিয়া নিতে পরিবেন । কিন্তু আলীমুদ্দীনের কথা অনুযায়ী সমস্ত হাদীসের কিতাব রচনাকারী বড় বড় ইমাম ও মুহাদ্দিসগন বেয়াদব হইতেছেন । এখন ফিচেল আলীমুদ্দীন কোন্ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহা মাদ্রাসার ত্বালিবুল ইল্মরা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিতেছে ।

(৮) আলীমুদ্দীন লিখিয়াছে - বাংলা ভাষী কোন সুন্নী আলিমে দ্বীন কোনো বুযুর্গের নামে বাংলা ভাষাতে আজ অবধি নায়ক শব্দ কোথাও ব্যবহার করেননি । কিন্তু বেআক্কেল ছামদানী স্বাধীনতার বীর মুজাহিদ আল্লামা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শুধু নায়ক নয়, বরং মহা নায়ক বলে বই-এর নাম রেখে যে ধরনের বেআদবী করেছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা যাবে না । আমি জানি না এখন পর্যন্ত সুন্নী জনতা চুপচাপ আছে কেন ? নায়ক তো হয় জামাতে ইসলামীদের । সুন্নী জামায়েতের কোনো নায়ক হয় না । এই নায়ক শব্দ ছামদানী পেল কোথা থেকে ?

এই স্থলে আমি বলিতে চহিতেছি যে, দেওবন্দী আলেম অজীজুল হক কাসেমী সাহেব তাহার বই পুস্তকের মধ্যে দেওবন্দী এক আলেমকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বলিয়া দেখাইয়াছেন । আমি তাহার মুকাবিলায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছি - 'সেই মহা নায়ক কে ?' এই পুস্তকে আমি খুব জোরদার ভাবে প্রমান করিয়া দিয়াছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা নায়ক হইলেন আল্লামা ফজলে হক্ব খায়রাবাদী আলাইহির রহমাহ । আল হামদু লিল্লাহ, এই পুস্তকটি বহু দুর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে । আসাম, ত্রিপুর ও বাংলাদেশ ছাড়াও লন্ডল ও ইটালীর সিসিলী শহর থেকে বাংলাদেশী প্রবাসী মুসলমানেরা এই পুস্তকটি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

তাহারা যাহা অভিমত দিয়াছেন তাহা দিয়াছেন। আমি কেবল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

'নায়ক' শব্দের অর্থ নেতা, (দেশ নায়ক) পরিচালক (ষড় যন্ত্রের নায়ক), সর্দার, প্রধান (দল নেতা), অগ্রনী ইত্যাদি। (সংসদ বাংলা অভিধান ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার কোন কিতাবে 'নায়ক' শব্দ ব্যবহার করা নাজায়েজ বলা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আহঃরে! গায়ক ছেলেটি 'নায়ক' শব্দটি নিয়া কেমন নাচা নাচি শুরু করিয়া দিয়াছে ! দুনিয়াতে এমন কোন নির্লজ্জ মৌলবী রহিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই যে, নিজেকে সুরকার ও গায়ক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।(১০ পৃষ্ঠা)

বর্তমান বাংলাদেশের সুন্নী উলামায় কিরাম দিগের শিরো নামে যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি হইলেন পীরে তরীকাত রাহবারে শরীয়ত উস্তাজুল উলামা আল্লামা আব্দুল করীম সিরাজ নগরী, তিনি কারামাত আলী জৌনপুরীর 'যখীরায় কারামত' কিতাবের খন্ডনে লিখিয়াছেন - 'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের <u>অগ্রনায়ক</u> আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহি.....।

এইবার গায়ক ছেলেটিকে বলিতেছি, কেবল গানের সুর দিতে ব্যস্ত থাকিলে হইবে না। সুন্নী উলামায় কিরাম দিগের কলমের দিকে লক্ষ করিয়া চলো। আরে বোকা ! 'নায়ক' শব্দটি জামায়াতে ইসলামীদের জন্য খাস করিয়া দিলে ? তুমি তো সুন্নীয়াতকে বিক্রয় করিয়া দিবে ! আল্লামা সিরাজ নগরী তোমার মত বাচাল নয়। আরে বাচাল ! সুন্নীদের বাড়িতে বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো আপনারা চুপচাপ রহিয়াছে কেন ?

—ঃ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

আলীমুদ্দীন ! তোমার জীবনে কোন দিন আমাকে 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করো নাই এবং আমি তোমাকে জীবনে কোন দিন 'তুমি' ছাড়া 'আপনি' বলি নাই। আজ আমি আমার জায়গায় রহিয়াছি। কিন্তু তুমি তোমার জায়গা থেকে সরিয়া গিয়াছো।

আলীমুদ্দীন ! আমার লেখা ছোট বড় বই পুস্তক পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোন অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। তুমি তোমার বইয়ের উপরে আমার অভিমত ছাপাইয়া দিয়ছো। সুতরাং সমস্ত দুনিয়া বলিবে যে, তোমার উপরে আমার অবদান রহিয়াছে কিন্তু তুমি এমন এক অকৃতজ্ঞ গায়ক ছোকরা যে, এই অবদান টুকুর লেহায রাখো নাই।

আলীমুদ্দীন ! নিশ্চয় পরে অবগত হইয়াছো যে, আমার পত্রিকা 'সুন্নী জাগরণ' প্রকাশ হইবার পূর্বে বারাসাত ল কলেজের এক ছাত্র মোহাম্মাদ আশফাক আহমাদ **WhatsApp** মাধ্যমে তোমার কাছে আলীম পুরী ভক্তি গীতির প্রথম গজলটির সম্পর্কে মতামত জানিতে চাহিয়া ছিলো। তুমি সেদিন গ্রুপে উপস্থিত না থাকিবার কারনে তোমার প্রিয় শীষ্য মৌলবী জাহাঙ্গীর বলিয়া ছিলো, এই গজলটির সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। গজলটির বাক্যগুলি কুফরী। আর মালদা জেলার মাওলানা বাহাউদ্দীন রেজবী সাহেবকে তুমি খুব ভালই চিনিয়া থাকো, তিনি সরাসরি বলিয়াছেন, এই গজলের উপরে অভিমতদাতা কাফের। আজোও তাহাদের কণ্ঠস্বর ধরা রহিয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে কোন 'টু' শব্দ করো নাই ইহার কারণ কি ?

শোনো আলীমুদ্দীন ! আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া করতঃ বলিতেছি, পশ্চিম বাংলায় সুন্নী জামায়াতকে সুন্নীয়াতের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সেই গুলির বেশির ভাগ কাজ আমার কলমে পূর্ন হইয়া গিয়াছে। তোমার মত অকৃতজ্ঞ ফিছেল ছোকরা তাহা অস্বীকার করিলে কিছু যায় আসে না। আমার সামান্য খিদমাতের সাক্ষী হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান। আমার মুকবিলায় তোমার খিদমাত হইল কয়েক পৃষ্ঠার গীতি ও গান।

(১) আলীমুদ্দীন ! তুমি লিখিয়াছো - 'আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, ওকে দেখা মাত্র আমার ফুরফুরার কথা মনে পড়ে যায়। বিশ্বাস করুন ছামদানী পাঁজরে যখন বসতো, তখন ফুরফুরা ফুরফুরা গ্যাস ছাড়ত'।

আমি ১৯৯৪ সালে লিখিয়াছি, 'বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা'। বর্তমানে এই বইটি আসামের দরং জেলা থেকে ফারুক আব্দুলল্লাহ নূরী সাহেব আসামী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, আমার সমস্ত পত্র পত্রিকায় ও বই পুস্তকে দেওবন্দীদের ন্যায় ফুরফুরা পন্থীদের বিরূদ্ধে কলম চলিয়া যাইতেছে। ইহার পরেও তোমার নাকে আমার থেকে ফুরফুরার গন্ধ লাগিয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

যাইহোক, তোমার নাক বটে ! পশ্চিম বাংলায় তোমার মত নাক ওয়ালা ফিছেল দ্বিতীয় কেহ নাই ।

শোনো আলীমুদ্দীন ! তুমি আরো লিখিয়াছো, ছামদানী ভারতীয় ? না বাংলাদেশি ? আলীমুদ্দীন ! আসলে শয়তান কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে। তাই তোমার মধ্যে সমস্ত প্রকার শয়তানী স্বভাব রহিয়া গিয়াছে । সব কিছু বলা ও সব কিছু করা তোমার পক্ষে সম্ভব। কোন পাঠক যেন আমার প্রতি অসন্তুস্ট হইয়া না থাকেন যে, আলীমুদ্দীনকে এতো বড় কথা বলা হইল কেন ? আবার বলিতেছি, আসলে আলীমুদ্দীনের জন্ম শয়তান কুলে । এই কথাটি আমার নয় । এই কথা বলিয়াছেন - শাইদাপুর মাদ্রাসার শেখ সাহেব । আর আলীমুদ্দীন শেখ সাহেবের এই কথাটি খুব গৌরবের সহিত নিজের লেখা - 'রেজবী কেয়াম' বইয়ের ৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছে - রানী নগর গ্রামে বিভিন্ন জালসায় গিয়ে মুফতী (আলিমুদ্দিন) সাহেব সম্পর্কে বক্তা সম্রাট শাইখুল হাদীস, মুফতী, মুহাদ্দিস, আল্লামা, আলহাজ আবুল ক্বাসিম সাহেব কালিমী (আলাইহির রহমা) এই বলে প্রকাশ্য মন্তব্য করতেন যে, শয়তানের কুলে ওলীর জন্মরে !

আলীমুদ্দীন ! তুমি শেখ সাহেবের কথাটি খুব গর্বের সহিত নিজের পুস্তিকার মধ্যে এইজন্য তুলিয়া ধরিয়াছো যে, তিনি তোমাকে 'ওলী' বলিয়াছেন । আহঃ রে কি ওলী ! আলীমুদ্দীন ! তোমার বাপ মা ও তোমার বংশ হইল শয়তান কিন্তু তুমি তো ওলী ! আহঃরে কি মজার ফিচেল ওলী !

আলীমুদ্দীন ! আসলে তোমার ভিতর ফিউজ হইয়া গিয়াছে । এইজন্য শেখ সাহেবের কথার রহস্য বুঝিতে পারো নাই । তুমি ওলী সাজিবার স্বাধে নিজের বংশকে শয়তান সাজাইতে লজ্জা বোধ করো নাই । তোমার পুস্তিকায় ৫ পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে, মুফতী সাহেবের বংশের অনেক লোক এখনো পর্যন্ত গায়ের মুকাল্লিদ এবং তথা কথিত আহলে হাদীস এর দাবীদার । তুমি আমার সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসর উঠা বসা করিয়াছো কিন্তু আমি তোমার থেকে কোন দিন গায়ের মুকাল্লিদ গায়ের মিকাল্লিদ গন্ধ পাই নাই । মনে হয় আমার নাক খারাব হইয়া গিয়াছে ।

(২) আলীমুদ্দীন ! তুমি তোমার বিজ্ঞাপনে আমাকে একজন সাধারন আলেম বলিয়া স্বীকার করো নাই । আনুরূপ মৌলবী নঈমুদ্দীন রেজবী তাহার বক্তৃতায় আমাকে একজন সাধারন আলেম বলিয়া স্বীকার করেন নাই । তোমাদের দুই জনের অভিযোগ হইল যে, আমি দুনিয়ায় কোন দারসে নিজামীতে পড়া শোনা করি নাই । কেবল আমি একজন আলিয়ার ছাত্র মাত্র । তবে শোন ! বর্তমান আলিয়াকে দেখিয়া অতীতের আলিয়াকে কেয়াস করিলে কেবল বোকামী ও মুর্খামী হইবে না বরং গোমরাহী হইবে । অতীতের আলিয়া ছিলো দারসে নিজামীর ন্যায় । বেরেলী শরীফ ও দেওবন্দের মাদ্রাসার যে সিলেবাস ছিল সেই সিলেবাস ছিল আলিয়ার। ১৯৮৪ সালের পর থেকে আলিয়ার হাল ধীরে ধীরে খারাব হইয়া গিয়াছে । হিন্দুস্থানের টপ র‍্যাংকের উলামায়ে কিরামগন আলিয়ায় থাকিতেন । আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা মাওলানা আব্দুল হক খয়রাবাদী আলিয়ায় ছিলেন । আনুরূপ মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবারবাদী আলিয়ায় ছিলেন । আর আমি যে আলিয়ায় পড়া শোনা করিয়াছি সেই আলিয়ায় দশ বৎসর কাল ছিলেন মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা যিয়াউল মোস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা । তিনিই আমাকে ইল্মে হাদীসের সনদ প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় মুহাদ্দিস ছিলেন উসমান গনী মুঙ্গেরী সাহেব, আর ছিলেন আজমগড়ের মাওলানা আবুল আনসার সাহেব, আর ছিলেন বিহার শরীফের নূর আলাম বিহারী । ইঁনি হইলেন অধিকাংশ দরসী কিতাবের শারেহ । কাফিয়ার অন্যতম শারাহ 'নাফিয়া' ইঁনিই লিখিয়াছেন । আমি এই সমস্ত আলেমগনের সব চাইতে নগন্য শাগরেদ । আমার মধ্যে ইল্ম না থাকিতে পারে । তাই বলিয়া অতীতের আলিয়া সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করিয়া কাহারো খাঁটো করিতে যাওয়া বোকামী হইবে । মৌলবী নঈমুদ্দীন রেজবীর মধ্যে যদি বোধ থাকিতো, তাহা হইলে আলীমুদ্দীনের মত গায়ক ছোকরার পাল্লায় পড়িয়া গোমরাহীর রাস্তা অবলম্বন করিতেন না । কারণ, গজলটির মধ্যে অনেক গুলি কুফরী কালাম রহিয়াছে। অথচ নইমুদ্দীন সাহেব সেগুলি হজম করিবার চেষ্টা করতঃ জোর গলায় গর্জন শুরু করিয়া দিয়াছেন যে, আজ থেকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই গজলটি ওড়াহারী হুজুরের সামনে পড়িয়া শোনান হইয়াছে । তিনি নীরব হইয়া শুনিয়াছেন। নঈমুদ্দীন সাহেবের এই কথায় তাহার ইল্মী পুঁজির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে ওড়াহারের পীর সাহেবকে কোন্ জায়গায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহা বিবেচনার বিষয় ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

একটি সত্যকে ঢাকিবার জন্য এক হাজার মিথ্যা বলিতে হয়। মনে হয় নঈমুদ্দীন সাহেব এইপ্রবাদ বাক্যটি ভুলিয়া গিয়াছেন। নঈমুদ্দীন সাহেবের মধ্যে লজ্জা থাকিলে আলিমুদ্দীনের বিজ্ঞাপনের হকারী করিতেন না।

(৩) আলীমুদ্দীন তুমি লিখিয়াছো, ২৪ পরগানার ২৪ নম্বর ছামদানী। অনুরূপ মৌলবী নঈমুদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন- ২৪ পরগানার ২৪ নম্বর ছামদানী। আলীমুদ্দীন! আমাকে '২৪ নম্বর' বলা তোমাদের জন্য কতোদুর হক হইয়াছে তাহা যদি যাঁচাই করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোন জালসাতে মাইকে মুখ দিয়া আমার নামের আগে কিংবা পরে '২৪ নম্বর' বলিয়া '২৪ নম্বর' এর অর্থটি বলিয়া দিয়া দেখিবে! আশা করি যাঁচাই হইয়া যাইবে। মৌলবী নঈমুদ্দীন! আর কত দিন জবানকে বেলাগাম করিয়া রাখিবেন! অবিলম্বে জবানে লাগাম দিন, লাগাম দিন। আমি নির্ভর যোগ্য সুত্রে শুনিয়াছি, মৌলবী জোবায়ের হোসাইন মুফতী মতীউর রহমান সাহেব কিবলার নিকটে স্বীকার করিয়াছে যে, গজলটির মধ্যে কুফরী কালাম রহিয়াছে। আর 'সুন্নি জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও আলীমুদ্দীনের খুব কাছের শিষ্য মৌলবী জাহাঙ্গীর বলিয়াছে, গজলটির বাক্যগুলি কুফরী এবং গজলটির সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। কেবল এই পর্যন্ত শেষ নয়, বরং সম্পাদক মন্ডলীর আরো কয়েক জন সদস্য আমার সামনে গজলটি শ্রবন করতঃ দশবার করিয়া 'লা হাউলা' পাঠ করিয়াছেন।

আলীমুদ্দীন! তোমার বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছো তাহাতে গাড়িঘাট মাদ্রাসা কলঙ্কিত হইয়াছে এবং মাদ্রাসার কমিটি ও কর্নধার মাওলানা হাশিম রেজা নূরীকেও কলঙ্কিত করা হইয়াছে। এখন মাদ্রাসার বর্তমান কমিটি ও আমিরুল হুজ্জাজ এই গায়ক সাহেবকে লইয়া মাদ্রাসার জলসায় নাচাইবেন কি না তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যপার।

আলীমুদ্দীন! তোমার কথা আনুযায়ী গাড়িঘাট মাদ্রাসার ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান করা সঠিক কাজ হইবে না। কারণ, পাগড়ীগুলি না আসমানে তৈরি হইয়া থাকে, না ফিরশতাদের হাত দিয়া সংগ্রহ করা হইয়া থেকে। নিশ্চিয় কোন বস্ত্রালয় থেকে আনা হইয়া থাকে। অবশ্য তোমার পাগড়ীটি কোন বস্ত্রালয়ের থান কাটা নয়। আসমান থেকে কোন ফিরিশতার মাধ্যামে আসিয়া ছিল। পাগড়ী সুন্নাতে রসূল আর ইহার মর্যাদা ক্ষুন্য করা ও এহানাত করা কি ? তাহা উলামায়ে কিরাম বলিবেন।

আলীমুদ্দীন! তোমার বিজ্ঞাপন 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার সমস্ত সদস্যকে কলঙ্ক করিয়া দিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই যেন চিন্তা ভাবনা করিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া মৌলবী নঈমুদ্দীন রেজবীর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিবার প্রয়োজন। তবে বেচারা খুব বড় মৌলবী, তাই তাহার মাথা কোন সময়ে ঠাণ্ডা হইবে কিনা ?

(৪) 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার সমস্ত সদস্যকে লক্ষ করিয়া বলিতেছি, যদি আমার উপরে দশদিক দিয়া তওবা করা ফরজ হইয়া ছিল, তাহা হইলে আমাকে জানানো হইয়া ছিল না কেন ? সুন্নী জগৎ পত্রিকার সদস্যদের একাংশের প্রচার এই রূপ যে, তিনজনকে না জানাইয়া ফতওয়া দেওয়া ভুল হইয়াছে। এইস্থলে আমার প্রশ্ন হইল যে, আমি টি,ভি চ্যানেলে তিন মাস বক্তব্য রাখিয়া ছিলাম তখন আমাকে না জানাইয়া আমার বিপক্ষে পাঁচটি বিজ্ঞাপন করা হইয়া ছিল কেন ? তিনজনকে জানাইলে কি কুফরী ঈমান হইয়া যাইতো ? গজলটি তো নতুন নয়। নঈমুদ্দীন রেজবীর কথা অনুযায়ী গজলটি চল্লিশ বৎসরের পুরাতন। এই গজলটিকে কেন্দ্র করিয়া ১৯৯৪ সালের পূর্বে লালগোলার উসমান গনী সাহেবকে তওবা করানো হইয়া ছিল। কারণ,এই গজলটি তিনি তাহার বই 'গীতিমালা'য় প্রকাশ করিয়া ছিলেন। একথা কাহারো অজানা নয় যে, আমি ১৯৯৪ সালে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকায় উসমান গনী সাহেবের তওবার কথা প্রকাশ করিয়া ছিলাম।

(৫) মৌলবী নঈমুদ্দীন রেজবীর নিকট জানিতে চাহিতেছি, গজলটির মধ্যে কোন কুফরী বাক্য রহিয়াছে কি না ? আপনি আলীমপুরে গজলটির স্বপক্ষে গলাবাজি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যেদিন ছামদানী আমার পালটে পড়িবে সেদিন বুঝতে পারবে। আহঃরে! পালট ওয়ালা! মাদ্রাসার তালিবুল ইল্মরা আপনার পালট সম্পর্কে অবগত রহিয়াছে যে, আপনি একজন ঝুটে বক্তা। দুই তিন খণ্ডের কিতাবকে বক্তব্যের মধ্যে একমন ওজন বলিয়া থাকেন। যাক আমি আপনার পালট সম্পর্কে আটতিরিশ বৎসরের অভিজ্ঞ তবুও আমি অহংকার করিতেছিনা। কিন্তু আপনি আমার পালটে পড়িয়া গিয়াছেন। এইবার আপনার পালটের

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

পরিচয় হইয়া যাইবে । আপনার উপরেও তওবা করা অয়াজিব । যদি আপনি তওবা থেকে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন, তবেই বলিব আপনি বড় মৌলবী সাহেব ! গজলটি 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশ করতঃ আপনার আলীমপুরের বক্তব্যটি নিচে লিখিয়া দিবেন, তাহা হইলে দেখিবেন - আপনি কোন্ পর্যায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন ! 'সুন্নী জগৎ' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিলে সুন্নী জগৎ বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচিয়া যাইবে । আমার পত্রিকা সুন্নী জাগরনে তিনজনকে তওবা করিবার কথা বলায় সুন্নী জগতে ফাটল ধরে নাই, বরং আমার লেখাটি বাতিলের মুকাবিলায় সুন্নী জনগনের জন্য বড় হাতিয়ার হইয়াছে।

আমার সুন্নী ভাইদের অবগতির জন্য বলিতেছি, মুফতী মতিউর রহমান রেজবী সাহেব কিবলা এই বিষয়ে ফায়সালার জন্য আমাকে ৬ ই মার্চ রবিবার দিন দিয়া ছিলেন । পরে তিনি জানাইয়া দিয়াছেন যে, অন্য পক্ষ আসিতে রাজি নয় । আমি এখনো বলিতেছি, এই বিষয়টি মুফতী সাহেব কিবলার কাছ থেকে ফায়সালা হইবার প্রয়োজন ।

কয়েকখানা জরুরী কিতাব

ফাতওয়ায় মুফতী আ'যমে বাঙ্গাল

বাংলা ভাষায়া এই কিতাবখানা হইল এক অদ্বিতীয় কিতাব । ইতপূর্বে এই ধরনের কিতাব বাজারে বাহির হয়নাই। পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা থেকে আগত কয়েক হাজের প্রশ্নের জবাবে কিতাবখানা লিখিত । প্রথম খন্ডে রহিয়াছে প্রায় দেড় হাজারের মত প্রশ্নের জাবাব । এই কিতাবখানার মধ্যে আপনারও প্রশ্নো থাকিতে পারে । কিতাবখানা প্রতিটি মসজিদে কিতাবী তা'লিমের জন্য রাখিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতঃ শুনাইবার ব্যবস্থা করিলে খুব উপকার হইবে । কারণ, হাজার মানুষের হাজার রকমের প্রশ্ন ।

'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ

এই কিতাব খানার মধ্যে রহিয়াছে ইমাম আবু হানীফা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্নিত পাঁচশত তেইসটি হাদীস । ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্নিত হাদীস গুলির যতগুলি কিতাব রহিয়াছে তন্মধ্যে ছোট । আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করিলে কোন বড় কিতাবের অনুবাদ করিয়া দিব । এখন 'মোসনাদে ইমামা আ'যম' প্রত্যেকেই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন ।

বালাকোট খন্ডনে এক কলম

এই কিতাবখানার মধ্যে দেওবন্দী মৌলবী আগীহুল হক কাশেমী সাহেবের বেরেলবীদের প্রতি অপ-প্রচারের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হইয়াছে ।

—ঃ বিশেষ ঘোষনা ঃ— —ঃ বিশেষ ঘোষনা ঃ— —ঃ বিশেষ ঘোষনা ঃ—

আল হামদুলিল্লাহ ! আমি আমার বাড়ির সংলগ্ন ইসলামপুরে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি । ইহার প্রথম ইটটি বেরেলী শরীফের হুজুর জামালে মিল্লাতের হাত দিয়া বসানো হইয়াছে । এই মসজিদটি হইবে ইসলামপুর এলাকায় আহলে সুন্নাতের মারকাজ । এখনো পর্যন্ত এই মজিদের জন্য কোন আদায় কারী নিযুক্ত করা হয় নাই । কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, এমন দুই একজন আলেম এই মসজিদের জন্য বাহিরে বাহিরে আদায় করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে আমার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই । আরো প্রকাশ থাকে যে, এখনো পর্যন্ত আদায়ের জন্য কোন রসীদ বই তৈরি করা হয় নাই । আপনারা এই মসজিদের জন্য কাহারো হাতে দান দিবেন না । অবশ্য আপনাদের দানের প্রয়োজন রহিয়াছে । সূতরাং যদি কোন সুন্নী ভাই সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরাসরি চলিয়া আসিবেন অথবা আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন ।

ইতি

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

তাসাউফ বা তরিকত সংস্কারে আলা হজরতের ভূমিকা

মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী

সূচনা — ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের যাতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছে মুসলিম সমাজ ও ধর্ম। ঠিক ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বমূহুর্তে উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বস্তরে নৈরাজ্য, অরাজকতায় ও হতাশায় পরিপূর্ন, এমনই এক চরম মুহুর্তে প্রয়োজন অনুভুত হচ্ছিলো এক আলোর দিশারীর, এক শরীয়াতের কান্ডারীর, এক মারেফাতের মহা মনিষীর, যিনি কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তুলিয়া ধরিয়া মুসলিম জাতিকে সঠিক ঈমান,আকীদাহ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা দিবেন। মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় ১৮৫৬ সালে ২৪ই জুন শনিবার বেরেলি শহরে জন্ম গ্রহন করেন সেই কাঙ্খিত মহা সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। ব্রিটিশ শাসন ও শোসনের দূর্যোগপূর্ন দুর্দিনে উপ মহাদেশের মুসলমানদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি অঙ্গনে তাঁহার সাংস্কারিক অবদান ইতিহাসে চিরবরনীয় ও চিরস্মরনীয়।

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু পক্ষপাতহিন সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে আদি ইসলাম অর্থাৎ সালফসালেহিন বা পূর্বসুরিদের আকীদাহ ও মতবাদকে সদা সজাগ থাকিয়া সমাজে জাগ্রত ও বাস্তাবায়িত করিয়াছেন, নিজ খোদা প্রদত্ব জ্ঞান ও কলম যুদ্ধ দ্বারা। তিনি ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মবিমুখতার সকল অপশক্তির মাথায় কুঠারঘাত করতঃ তাদের অপচেষ্টাকে চূর্নবিচূর্ন করিয়া দিয়াছেন। আর চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন সেই সব অপশক্তিকে যারা ইসলামের মোখষ পরিধান করিয়া ইসলামকে সমুলে নির্মুল করিবার ও আমাদের পূর্বসুরিদের ধর্মনিতি ও মতবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রকে। তিনি কোন নতুন মজহাব বা মতবাদ সৃষ্টি করেননি বরং আদি মজহাব ও মতবাদকে শরিয়াত সম্মত সংস্কার ও সংশোধন করিয়া যুগ উপযোগি করিয়া সমাজে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে তাজদীদ ও কর্তাকে মুজাদ্দিদ বলা হইয়া থাকে। তাঁহার সম্পূর্ন তাজদিদি বা সাংস্কারিক ভূমিকা তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, আমার সীমিত জ্ঞান। তাই তাসাউফ বা তরীকাত বিষয়ে তাঁহার সাংস্কারিক ভূমিকা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোক পাত করিব।

তাসাউফ বা তরিকত সংস্কার

তাজদীদ বা সংস্কার এর সংজ্ঞা আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী সিরাজুম মুনীর শারহে জামে সাগির কিতাবে বলেন -

معنى التجديد الاحياء مما اندرس من العمل بالكتاب و السنة و الامر بمقتضاها ـ

তাজদীদের অর্থ কোরয়ান - সুন্নাহের যে নির্দেশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা পুনর্জীবিত করা এবং কোরয়ান হাদীস অনুযায়ী (শরয়ী) বিধান জারী করা।

তাসাউফ বা তরিকাতের জ্ঞান কোরয়ান ও হাদীস দ্বারা স্বিকৃত ও কোরয়ান হাদীস থেকেই উদ্ভব হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ জ্ঞান এমনই যে, যে ব্যক্তি অধ্যায়ন করিয়াছেন তাহার জীবনে আসিয়াছে আমূল পরিবর্তন। দিগ্বিজয়ী বীর সৈন্যদেরকেও করিয়াছে ধ্যানমগ্ন ও মরমী ভাবাপন্ন সুফী। কেবল তাই নয়, এই সুফীদের সান্নিধ্যে আসিয়া রাজা,প্রজা, ধনী, গরিব, আমির, ফকির, চোর, ডাকাত ও পিণ্ডালিদলের সর্দর হইয়াছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজ কর্মসমুহের মধ্যে তাসউফের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। তাই তাসাউফের পথ-পরিক্রমা ও তরীকাতের শাজরা শরীফে প্রথম সুফী হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সুফীবাদ কোন নতুন সংযোযন বা সংস্কার নয়, বরং ইসলাম উদয়ের সাথে সাথেই এই মতবাদের উত্থান হইয়াছে। তাই যুগে যুগে মুসলিম মনিষী, ইমাম, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদগন এই তাসাউফের জ্ঞানের চর্চা ও অনুশিলনী করিয়াছেন। আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও রিপু বা নাফসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে ও মানবীয় সত্তার পূর্ন বিকাশে তাসাউফ চর্চা একান্ত অবশ্যক। এধরায় অগনিত সুফীসাধকের আগমন ঘটিয়াছে। এবিশ্বে সুফীদের আবির্ভাবের ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশে ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু একজন শ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

তিনি যেমন শরীয়াতের ইমাম ছিলেন অন্য দিকে তেমনই তরীকাতেরও ইমাম ছিলেন । তিনি কেবল তাসউফ চর্চায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখেননি বরং রিপুবিতাড়িত বা নফসের গোলাম ভণ্ডসুফীদের যাবতীয় কুপ্রথা ও শরীয়াত বিরোধী ধ্যন-ধারনা সংশোধন ও সংস্কার করিয়াছেন এবং তরীকাতকে শরীয়াত সম্মত ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন ।

বর্তমান কিছু ভণ্ডসুফী ও তাদের পোষ্য দাস মুর্খ মৌলবী এই বলিয়া আল্লম্ফন করিয়ে থাকেন যে, শরীয়াত ও তরীকাত দুটোই ভিন্ন জিনিষ । ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু এই মতের চরম বিরোধীতা করিতেন । শরীয়াত বিরোধীতা করিয়া যাহারা নিজেদের পীর, সুফী ও তরীকাতপন্থী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন তিনি তাহাদের থেকে দুরে থাকা উচিত বলিয়া মনে করিতেন । কারণ, তাহাদের অনুসরনে ঈমান, ইসলাম তো দুরের কথা বরং গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাইতে হইবে । গোমরাহীর মহা সমুদ্র পার হইবার জন্য শরীয়াতের সেতু ব্যবহার করিয়া তরীকাতের তীরে পৌছাতে হইবে অন্যথায় গোমরাহ হইয়া মুসলিম সমাজকে পথভ্রষ্ট করিবে। আ'লা হজরতের মতে শরিয়াত হইল তরীকাতের প্রথম ও প্রধান স্তর । শরীয়াত সুফীর জন্য অপরিহার্য । শরীয়াতের যথার্থ চর্চা ও আমল ব্যতিত তরীকাত অর্জন হইবে না । শরীয়াত তরীকাতের প্রধান ভিত্তি । যে সব পেট পুজারী পীর, জাহিল মৌলবী শরীয়াতকে তরীকাত থেকে পৃথক ও ভিন্ন করিয়া সমাজে তুলিয়া ধরিয়া থাকে তাদের মাথায় কুঠারঘাত করতঃ আ'লা হজরত তাঁহার নিজ কিতাব - মক্কালে উরাফা বা ইজাজে শারয়া অ উলেমা ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে বলেন- شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا بلکہ شریعت اس مثال سے بھی متعالی (بلند) ہے۔ শরীয়াত হলো প্রবাহিত ঝরনার মুল উৎস আর তরিকাত হলো ঝরনা থেকে সৃষ্টি হওয়া নদী। এই উপমা থেকেও উদ্ধে । অর্থাত শরীয়াত থেকে তরীকাতকে আলদা করা অসম্ভব। শরীয়াতের উপর তরীকাত নির্ভশীল । শরীয়াত হল সব কিছুর মুল ও মাপকাঠি । শরীয়াতই একমাত্র খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা। শরীয়াত ব্যতিত চলা অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব আর প্রকৃত পক্ষে বিপথ, পথভ্রষ্ট । ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু শরীয়াতকে তাসউফের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং শরীয়াত ব্যতিত পথকে জাহান্নামী মনে করিতেন, যেমন তিনি মক্কালে উরাফায় ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -

طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کی اتباع کا صدقہ ہے۔ ورنہ بے اتباع بڑے بڑے کشف راہبوں جوگیوں سنیاسیوں کو ہوتے ہیں پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں اسی نار جحیم (جہنم کی آگ) وعذاب الیم (دردناک عذاب) تک پہنچاتے ہیں۔

তরীকাতে মধ্যে যাহা কিছু রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা শরীয়াতের অনুসরনের কারণে । অর্ন্যথায় বড় বড় পাদ্রী, যোগী, ও সন্ন্যাসীদেরও কাশ্‌ফ অর্জিত হইয়া থাকে । তারপরেও তাহার কোথায় নিয়ে যায়, সেই জাহান্নামের কঠিন, ভয়নক আজাবে পৌছাইয়া দেয় । কারণ, তাহারা শরীয়তের অনুসারী নয় ।

কিছু পালতু দাস, ভণ্ড মৌলবী, পেটপুজক আলেম নিজ পীরের কুফরী কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তাকে ঢাঁকিবার জন্য বলিয়া থাকে যে, শরীয়াতে আপত্তি থাকিলেও তরীকাতে ও মারেফাতে নয় । অথচ আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু বলেন- باجماع قطعی جملہ اولیاے کرام تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض (পেশ) کرنا فرض ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہوں حق ومقبول ہیں ورنہ مردود ومخذول، অকাট্ট ভাবে সর্ব সম্মতিক্রমে আউলিয়া কিরামগন সমস্ত বিষয়াদী শরীয়াতের দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করা ফরজ ও অপরিহার্য মনে করিতেন এবং শরীয়াতের অনুমদন থাকিলে সত্য ও গ্রহনীয় অন্যথায় নিন্দনীয় ও বর্যনীয় মনে করিতেন।

বর্তমান কিছু মানুষ পীর হওয়া লাভ জনক ব্যবসা মনে করিয়া নিয়াছে । তাই তারা শরীয়াত ও তরীকাতকে তোয়াক্কা না করিয়া কিছু দুষ্ট আত্মার ও শয়তান জীন আর কিছু পেট পুজারী মৌলবীকে বস করিয়া চমৎকার দেখাইয়া মুরীদ করিতেছে এবং রেশন দোকানের ন্যয় খানকা খুলিয়া গোমরাহী বিতরনে ব্যস্ত রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার 'আরীয়া সমাজ' এর লোক যাহারা দেব দেবী, গোরু ও কৃষ্ণ ভক্ত । তাই তাদের দোকানে (খানকা) শরীয়াত সিদ্ধ বা জায়েজ এমন বহু কাজ-কর্ম, খাওয়া- দাওয়া, কথা-বর্তা, উঠা-বসা কঠিন ভাবে নিষেধ এবং শরীয়াত বীরোধী হারাম, শির্কি, নাজায়েজ কাজ- কর্ম, কথা-বার্তা অবাধে হইয়া থাকে ।

আবার কিছু মানুষ এমন রহিয়াছে যে, কেবল পীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

হইয়া ক্ষান্ত হন নাই বরং স্থায়ী ব্যবসার জন্য ভুঁইফোড় মাজার করিয়া নিজে গাদ্দা নশিন হইয়া অর্থ আত্মসাতে ব্যস্ত রহিয়াছে। তবে ইহা অতি সত্য যে, ভুঁইফোড় মাজার আর ভন্ড পীরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পেট পুজারী মৌলবীরাই অনেকটাই দায়ী । কোথাও কিছু নাই, ফাঁকা ময়দান, পড়ো জায়গা বা অপতিত ভুমি দেখিলে সুযোগ সন্ধানী ভন্ড পীর সেই স্থানে যাইয়া কিছুক্ষন সময় বসিয়া কিছু মন্ত্র পাঠ করিয়া বা স্বপ্নের কথা বলিয়া দেন যে, এই স্থানে এক আল্লাহর অলী শুইয়া আছেন তাঁহার মাজার করিতে হইবে আর গ্রামের বেশ কিছু মানুষ মানিয়া নেয় যে, কিছুই হোক নাহোক বছরে একদিন উরুশের নামে মেয়ে মরদের মেলা বসাইয়া কিছু ইনকাম তো হইবে । আ'লা হজরত রাদী আল্লাহু আনহু বলেন- কাল্পনিক মাজার তৈরি করা আর ঐ মাজারের সঙ্গে প্রকৃত মাজারের মত সম্মান করা নাজায়েজ ও বেদাত আর স্বপ্নের কথা শরিয়াত বিরুদ্ধো যা শোনার অপেক্ষা রাখেনা । (ফতাওয়ায় রেজবীয়া চতুর্থ খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)

বড় দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হচ্ছি যে, বিগত ২১ শে মার্চ ও তার পূর্বে তিন দিনবাপি দিল্লিতে ইন্টার ন্যাশনাল সুফি কানফ্রানস হইয়া গেল ঐ কনফ্রনসে 'ভারত মাতা কি জয়' এর ধনী মুখরীত হয় এবং কনফ্রানসের প্রধান অতীথি প্রফেসার তাহেরুল কাদেরী এ.বি.পি টি ভি চ্যানেলের সাক্ষাতকারে 'বন্দে মাতারম ও ভারত মাতা কিজয়' কে সর্মর্থন ও সঠিক বলিয়া মত প্রকাশ করেন । হায়রে সুফী ! খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী রহমাতুল্লাহ আলাই হিন্দুস্থানে আসিয়া কোন্ মাতার জয়গান ও কার বন্দনা করিয়া ছিলেন ? না কি হিন্দুস্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া ছিলেন । আমরা ভারতবাসী মুসলমান নিজ কালচার অনুযায়ী দেশপ্রেম বহিপ্রকাশ করিয়া থাকি 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ' বলিয়া । এখানে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে সংবিধানে নাই । কাদেরী সাহেব পাকিস্থান থেকে নতুন নতুন ফিতনা পারসেল করিয়া আমাদের বিড়াম্বনায় ফেলিতেছেন ।

ঈমানের সেই রৌশনী নাই, হয়েছে আঁধার ।
তরীকাতের সেই রাস্তা নাই, হয়েছে বেকার ।

আবার কিছু মডেল শীয়া পীরজাদা পীর হইয়া নিজেকে সৈয়েদ দাবী করিতেছে ও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে । তারা নিজ পিতা মাতা ও তাদের পূর্বপুরুষগন যে কাজ করিয়া যান নাই বা বলিয়া যান নাই সেই অপকর্ম করিতেছে অবাধে। অথচ এই পীরজাদাকে লইয়া কিছু স্বার্থবাজ মৌলবী মাথায় করিয়া নিয়া নাচিতেছে । খুব সম্ভব হুজুর মুফতী আযমে হিন্দ আলাইহির রহমাহ ইহাদের দিকে লক্ষ করিয়া বলিয়া ছিলেন - পীর হোনা মাগার পীরজাদা মত হোনা - অর্থাৎ পীর হও কিন্তু পীরজাদা হইয়ো না । এইসব ভুইফোড় পীরেরা যোগ্যতার মানদণ্ডকে তোয়াক্কা না করিয়া বাপ দাদার দোহাই দিয়া ও সিলসিলা ব্যতিরেকে নিজেকে 'পীর' বলিয়া দাবী করিয়া তরীকাতের পথকে কলুষিত ও কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে । আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু প্রকৃত পীর হওয়ার জন্য নুন্যতম যোগ্যতার মানদণ্ড তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, পীর হওয়ার জন্য অপরিহার্য চারটি শর্ত ।

بعیت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کیلے چار شرطیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو اس لئے کہ بدمذہب دوزخ کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دوسری شرط ضرور علم کا عالم ہونا۔ اس لئے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ تیسری یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اس لئے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور مرشد واجب التعظیم ہے دونوں چیزیں کیسے ہونگی۔ چوتھی اجازت تصیح متصل ہو جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔

মুরীদ করার ও মুর্শিদের মসনদে বসার জন্য চার শর্ত জরুরী । (১) সুন্নী আকীদাহ ভুক্ত হওয়া এইজন্য যে, বদ মযহাব জাহান্নামের কুকুর আর নিকৃষ্ট জীব যেমন হাদীস পাকে অসিয়াছে ।

(২) প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম বা জ্ঞানের আধীকারী হওয়া এই জন্য যে, বে আলিম খোদাকে চিনিতে পারিবে না ।

(৩) বড় পাপ থেকে বিরত থাকিবে এই জন্য যে, ফাসিকের অবমাননা করা অওয়াজিব আর মুর্শিদ বা পীরকে সম্মান করা অওয়াজিব । এই দুইটি বিষয় একত্রিত হইবে না ।

(৪) সিলসিলা সঠিক হওয়া যেন আউলিয়ায় কিরামগনের সর্বসম্মতিক্রমে হয় । (নাকাউস সুলাফাহ ফি আহকামিল বাইাতে অ খুলাফাহ - ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

এই চারটি শর্ত যে পীরের মধ্যে পূর্নমাত্রায় পাওয়া না যাইবে তাহার হাতে বায়েত বা মুরিদ হওয়া হারাম । এভাবেই তিনি তরীকাতের মধ্যে যাবতীয় গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাকে সংস্কার করতঃ সঠিক, বিশুদ্ধ পথ তুলিয়া ধরিয়াছেন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

আমার আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগন ! যথা সময়ে সাবাধান না হইলে সর্বনাশের শেষ থাকিবে না । হাজার মাথা ঠুকিলেও ক্ষতি পুর্ন করিতে পারিবেন না । দিন কালের অবস্থা কি হইয়াছে, তাহাতো সবাই বুঝিতে পারিতেছেন ! আজ মিডিয়ার মাধ্যমে বাতিলের মুখ আয়নার মত পরিস্কার দেখা যাইতেছে । হক দিনের পর দিন বিলুপ্ত হইবার পথে পড়িয়া গিয়াছে । তাই এই মুহুর্তে আমাদের সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ন কাজ হইবে মাকতাব মাদ্রাসা গুলি হিফাজত করা । করণ, মাকতাব মাদ্রাসা না থাকিলে আমরা সুন্নীয়াতের ছায়া পাইব না । উলামায়ে কিরামগন হইতেছেন আমাদের দ্বীনেকে হিফজত করিবার জন্য সৈন্য সরূপ । এই সৈন্য বাহিনী গড়িবার কারখানা হইল মাকতাব মাদ্রাসা । সুতরাং মাকতাব মাদ্রাসাগুলি যথার্থ ভাবে হিফাজত করিবার জন্য দায়িত্ব হইল আমাদের । এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিলে বিপদ আর দুরে থাকিবে না।

দেওবন্দী ও আহলে হাদীস সম্প্রদায় তাহাদের মাকতাব ও মাদ্রাসাগুলিকে এক জায়গায় করিয়া ফেলিয়াছে । পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের রাবেতা ভুক্ত হইয়াছে সাত শত সাতটি (৭০৭) মাদ্রাসা । তাহারা পশ্চিম বাংলায় ছেচল্লিশটি সেন্টার কায়েম করিয়াছে । এই স্থানে আমাদের পজিশন ছিল শুন্য । আল হামদু লিল্লাহ ! এই শুন্য স্থানটি পূন্য করিয়া দিয়াছে - 'অল বেঙ্গল রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া' ।

আমি ২০১৪ সালে বিভিন্ন মাদ্রাসায় গিয়া উলামায়ে কিরাম দিগের সঙ্গে রাবেতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিয়া ছিলাম । অনেকেই আগ্রহ দেখাইলেও শেষ পর্যন্ত কেহ কাজে আগাইয়া ছিলেন না । বরং অনেকেই এই রাবেতার ব্যাপারে অত্যন্ত অনিহা দেখাইয়া ছিলেন । ২০১৫ সালে একটি ঘটনা ঘটিয়া যায় । আমার এক প্রতিবেশিকে আল্লাহ তায়ালা খুবই আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করিয়াছেন । তিনি রমজান মাসের শেষের দিকে একদিন বহু টাকা যাকাত দিয়া থাকেন । দুর দুরান্ত থেকে গরীব মিসকিন ও মাদ্রাসা মাকতাবের আলেম উলামাগন আসিয়া আদায় নিয়া থাকেন । আমাদের কয়েকটি সুন্নী মাদ্রাসার আদায় কারীগন সেই বাড়িতে আদায় না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন । আমি তাহাদের বসাইয়া কারন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়াছেন যে, বাড়ি ওলার নিকটে একটি বই রহিয়াছে। সেই বইটির মধ্যে যে সমস্ত মাদ্রাসার নাম নাই তাহাদের আদায় দেওয়া হইবে না । আমরা সেই বইটি সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম যে, বইটির নাম পঃ বঃ রাবেতায় মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া । বইটির মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের দেওবন্দীদের প্রায় সমস্ত মাকতাম ও মাদ্রাসা গুলির পূর্ন নাম ঠিকানা দেওয়া রহিয়াছে । দেওবন্দীদের রাবেতা কায়েম হইয়াছে ২০০৩ সালে । পশ্চিম বঙ্গে ১৯টি জেলায় ৭০৭ টি মাদ্রাসা এই রাবেতায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ২০১৫ সালে ৪৬ টি সেন্টারে ৭০৭ টি মাদ্রাসার ১৩৯৩৫ জন ছাত্র পরিক্ষায় বসিয়াছে । পশ্চিম বঙ্গে এই রাবেতার মুলে রহিয়াছেন মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব । যাইহোক, যে মাদ্রাসাগুলি আদায় না পাইয়া আমার বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া ছিল, আমি সেই গুলিকে বসাইয়া এবং এলাকায়ী আরো অনেক গুলি মাদ্রাসাকে ডাকিয়া দাতার বাড়ির সহিত যোগাযোগ করতঃ দান পাইয়া দিয়া ছিলাম । আর একটি ঘটনা যে, আমাদের এলাকায় দেওবন্দীদের পক্ষ থকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইয়া ছিল । সেই বিজ্ঞাপনে কয়েকজন দেওবন্দী আলেমের নাম ও ফোন নাম্বার দেওয়া ছিল এবং বলা হইয়া ছিল, কোন মাদ্রাসা যদি গাড়ি করিয়া আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গাড়িকে ধরিয়া রাবেতা ভুক্ত কিনা জানিতে হইবে । অন্যথায় গাড়িকে ধরিয়া থানায় দিতে হইবে । বাস্তবে সুন্নীদের কয়েকটি মাদ্রাসার গাড়িকে আটকাইয়া দেওয়া হয় ও চরম মানহানী করা হইয়া থাকে । এই প্রকার আরো ঘটনা রহিয়াছে । এইবার আমি আমার বাড়িতে রাবেতার ব্যপারে একটি মিটিংয়ের ডাক দিলে অনেক মাদ্রাসার আলেম ও মাদ্রাসার সেক্রেটারী আমার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং সবাই অবিলম্বে একটি রাবেতা কায়েম করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে ২০১৫ সালে আমরা কায়েম করিয়াছি - অল বেঙ্গল রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া । এপর্যন্ত প্রায় এক শত মাদ্রাসা রাবেতা ভুক্ত হইয়াছে । তান্মধ্যে এই বছর ২০১৬ সালে ৭ ই মে শনিবার মুর্শিদাবাদের মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

আটটি সেন্টারে সাইত্রিশটি মাদ্রাসার পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে। প্রায় বার শত (১২০০) ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়া ছিল । পরীক্ষক ছিলেন ছাব্বিশ জন । প্রাথমিক পর্যায় প্রথম একদিনের পরীক্ষায় আমরা খুব সফলতা পাইয়াছি । কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, দক্ষিন ২৪ পরগানা, মেদনীপুর, দিনাজপুর ও মালদহের মাদ্রাসাগুলির পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নাই । ইনশা আল্লাহ, আগামী বৎসর সমস্ত জেলায় পরীক্ষা সেন্টার কায়েম করতঃ পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে ।

—ঃ পরীক্ষা সেন্টার গুলির নাম ঃ—

(১) তাজদারে আলাম মাদ্রাসা - মহদীপাড়া, ডোমকল ।

(২) মাদ্রাসা গওসিয়া মুঈনিয়া সুন্নীয়া - সুন্দর পুর, কান্দী।

(৩) মারকাজি মাদ্রসা সিরাজুম মুনীর - মহালন্দী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ ।

(৪) নিমগ্রাম বেলুড়ি শাহ রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা গ্রাম - নিমগ্রাম , পোঃ- নিমগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫) কালুপুর মিসবাহুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা গ্রাম - কালুপুর, পোঃ- বেওচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৬) মাদ্রাসা জামিয়া নূরীয়া গুলশানে রেজা, গ্রাম - আমিরাবাদ, পোঃ - মরিচা, থানা - রানীনগর, মুর্শিদাবাদ ।

(৭) দীনে ইল্মে ইলাহি মাদ্রাসা, ভাদুরীয়াপাড়া, পি,টি রসুলপুর, ডমকল, মুর্শিদাবাদ ।

(৮) রমাকান্তপু মাদ্রাসা

—ঃ পরীক্ষকগনের নাম ঃ—

(১) মুফতী মুজাহিদুল কাদেরী
শিক্ষক - জামিয়া গওসিয়া রেজবীয়া, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

(২) মুফতী আব্দুল লতিফ রেজবী
শিক্ষক - জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া, সম্মতিনগর (শাইদাপুর) জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ ।

(৩) মুফতী আব্দুস সালাম মিসবাহী
শিক্ষক - খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা ।

(৪) ক্বারী সাইফুদ্দীন রেজবী
শিক্ষক - জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া, সম্মতিনগর (শাইদাপুর) জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ ।

(৫) মুফতী মহসিন আলি রেজবী
শিক্ষক - জামিয়া গওসিয়া রেজবীয়া, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

(৬) ক্বারী আব্দুর রাকীব আসরাফী, মালদা বড় মসজিদের ইমাম ।

(৭) মুফতী বাহাউদ্দীন রেজবী, কালিয়াচক, মালদা ।

(৮) মুফতী নুরুল হুদা, নলহাটী, বীরভুম ।

(৯) মুফতী আলি হাসান
শিক্ষক - গওসিয়া মুঈনিয়া সুন্নিয়া, সুন্দরপুর, বড়ুঞা, কান্দী, মুর্শিদাবাদ ।

(১০) মাওলানা রফিকুল ইসলাম নাঈমী, রাজমহল, ঝাড়কন্ড।

(১২) মাওলানা কাজেম আলি রেজবী
শিক্ষক - মাদ্রাসা হাসানিয়া হোসাইনিয়া মাদীনাতুল উলুম, কামারখুর, মুরারই, বিরভুম ।

(১৩) মাওলানা শফীউল্লাহ কালিমী
শিক্ষক - মাদ্রাসা কানুশাহ, কানুপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

(১৪) মাওলানা আবু তাহির রেজবী
শিক্ষক - কালুপুর মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসা, কালিপুর, দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ ।

(১৫) মাওলানা আব্দুল আহাদ জামী
শিক্ষক - মাদ্রাসা হাসানিয়া হোসাইনিয়া মাদীনাতুল উলুম, কামারখুর, মুরারই, বীরভুম ।

(১৬) মাওলানা আহমাদ রেজা , বীরভুম

(১৭) মাওলানা জাহিরুল ইসলাম রেজবী,
শিক্ষক - মেহেদীপাড়া তাজদারে আলাম মাদ্রাসা, মেহেদীপাড়া, পি,টি রসুলপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ ।
মাওলানা নুরুজ জামান রেজবী, বীরভুম

(১৮) মাওলানা রূহুল আমীন রেজবী
শিক্ষক - মেহেদীপাড়া তাজদারে আলাম মাদ্রাসা, মেহেদীপাড়া, পি,টি রসুলপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ ।

(১৯) হাফিজ গোলাম রসুল রেজবী
শিক্ষক - মাদ্রাসা নুরীয়া জামালিয়া জহুরুল উলুম, বাজারপাড়া, রাধারঘাট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ।

(২০) হাফিজ আলী জাহির রেজবী
শিক্ষক - মাদ্রাসা শাহ রহমানিয়া ইসলামিয়া, নিমগ্রম বেলুড়ি, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ।

(২১) হাফিজ আশিকুর রহমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

শিক্ষক - মাদ্রাসা আজিয়া আলিমিয়া, পুন্ডিগ্রাম, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

(২২) মাওলানা গোলাম মুরতজা রেজবী
শিক্ষক - গোধনপাড়া নুরুল হুদা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, গোধনপড়া (বাঁশপাড়া), রানীনগর, মুর্শিদাবাদ।

(২৩) মাওলানা হাসিবুল ইসলাম রেজবী
শিক্ষক - দীনে ইল্মে ইলাহি মাদ্রাসা, ভাদুরীয়াপাড়া, পি,টি রসুলপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ।

(২৪) মাওলানা আইনুল হক রেজবী
শিক্ষক - মাদ্রাসা নুরীয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া, টুলটুলিপাড়া, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ। (২৫) মাওলানা আব্দুর রউফ রেজবী, নাওদাপাড়া,দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ। (২৬) মাওলানা বাবর আলি রেজবী, শিক্ষক - মাদ্রাসা হানাফীয়া ফায়যানে আলা হজরত, হড়হড়ী, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সুন্নী উলামাদের ভূমিকা

মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী

১/৮/১৬ সোমবার সকালে হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মাজার জিয়ারাত করতঃ অন্য আর এক আল্লাহর অলীর দরবারে উপস্থিত হইয়া ফাতেহা পড়িয়া রওনা হইলাম শহীদ সারমাদ ও হারে ভারে শাহের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। জিয়ারত শেষ হইলে জোহরের আজান শুনিতে পাইলাম ঐতিহাসিক দিল্লির জা'মে মসজিদ হইতে। কিছুক্ষন বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে উপস্থিত হইলাম। প্রকৃত ওয়েস্টার্ন কালচারের বিদেশিরা মসজিদে প্রবেশ করিতেছে তাদের অশালিন পোষাকের উপরে জুব্বা জাতিয় পোষাক পরিয়া, যাহাতে তাদের শরীর অনাবৃত না থাকে আর আমাদের দেশের অত্যাধুনিকতায় বেশামাল নারীরা শালিনতা হারাইয়া চটপট সেলফি (ছবি) তুলিতে ব্যস্ত। হায় আফসোস ! মসজিদে অবাধে এধরনের অপকর্মের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা নাই। যাক নামাজ শেষ করিয়া অতিসত্বর প্রস্থান করিব বলিয়া বাম দিকের সিড়ির নিকটে পৌছাইতে দেখিতে পাইলাম লালকেল্লার উপরে উড়িতেছে আমাদের জাতিয় পতাকা। লালকেল্লার উপরে দৃষ্টি জমাতেই মনের মাঝে উদয় হইল ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল ও ১৯৪৭ সালের পূর্বের সাদা চামড়ার কালো মনের জন্তুদের থেকে ভারত মুক্তির ইতিহাস। যারা প্রায় দুইশত বছর শাসন ও শোসন করিয়া আমাদের দেশটাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছাইয়া দিয়া ছিল। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, দেশীয় কিছু মিরজাফরের সহায়তায় ইংরেজরা এই অপর্কম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুন্নী উলামায়ে কিরামের ভূমিকা যথেষ্ট স্মরনীয়। তাহাদের কারনে আজ আমরা মুক্ত বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহন করিতেছি। মুলতঃ এই আন্দোলন শুরু হইয়া ছিল ১৭৫৭ সালে আর পরিসমাপ্তি ঘটিয়া ছিল ১৯৪৭ সালে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে পলাশি প্রান্তে, দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬৪ সালে বক্সার ময়দানে, তৃতীয় যুদ্ধ হয় রহিল খন্ডে (বেরেলি,মুরাদাবাব, পিলিভিত, সাজাহাপুর ও পার্শবর্তী এলাকা) ১৭৭৪ সালে, চতুর্থ যুদ্ধ হয় ১৭৯৯ সালে বিশাখাপত্তনামে, অবশেষে ১৮০৩ সালে ইংরেজদের কুট বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া উপমহাদেশের শাসনভার চলিয়া যায় তাহাদের হাতে। নামে মাত্র নবাব ও রাজা রাখিয়া দেয় তারা। কার্যত নবাব ও রাজাদের অকার্যকর করিয়া নিজদের পেনশান ভুক্ত গোলাম করিয়া নেয় দুস্কৃত ইংরেজ। তাদের এই অপকর্মের কারনে ১৮৫৭ সালে দেশব্যপী সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলস্বরূপ মুসলমানদের সম্পুর্ন শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায় এবং নামে মাত্র যে নবাব ও রাজা ছিল তাও অবলুপ্ত হইয়া যায়।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যাহাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তাহাদের যথার্থ মূল্যায়ন হয় নাই ভারতীয় ইতিহাসে। মুসলিম ইতিহাসতো আরো করুন। ইতিহাসের পাতায় যাহাদের নাম দেখা যায় তাহারা বেশির ভাগ ইংরেজদের পোষ্য গোলাম ও তাদের নিমোক খোর দালাল। কিছু অসাধু ঐতিহাসিকদের অপকর্মের কারনে সমাজে ইংরেজদের হিতাকাংখী দালাল ও স্বাধীনতা সংগ্রামের খলনায়করা হইয়া গিয়াছে মহানায়ক। অথচ যাহারা আজীবন ইংরেজদের সঙ্গে লড়ে গিয়েছে তাহাদের কৃতীত্ব সম্পর্কে বর্তমান ইতিহাসে এককলম লেখা হয় নাই।

১৭৫৭ সাল তো অনেক দূরের কথা ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহের সময় যাহাদের জন্ম হয় নাই তাহারাই দাবী করিয়া থাকে যে, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়াছি ! যাহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

পলাশিতে নাই, বক্সারে নাই, রহিলখন্ডে নাই, বিশাকাপাত্তানামে নাই, দিল্লিতে নাই, গোয়ালিয়ারে নাই, ইংরেজদের সহায়তায় ১৮৬৬ সালে উত্তর প্রদেশের সহারানপুরের দেওবন্দ নামক স্থানে যাহাদের জন্ম, তাহারা অন্যায় ভাবে দখল করিয়া রহিয়াছে ইতিহাসের এক বড় অধ্যায় । ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত যাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল তাহাদের স্থান হইল না বিকৃত ইতিহাসে যাহা আমরা বর্তমানে অধ্যায়ন করিতেছি । তাই সমস্ত সুন্নীদের নৈতিক দায়িত্ব হইবে যে, প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন করা । বর্তমান ইতিহাসে সুন্নী উলামায়ে কিরামদিগের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভুমিকাকে কি ভাবে বিলুপ্ত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব ।

(১) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতওয়া প্রদানকারী ও ইংরেজরা যাহাকে বিদ্রোহী ঘোষনা করতঃ ১৮৫৯ সালে লখনৌ কোর্টে মোকাদ্দামা দায়ের করিয়া প্রথমে ফাঁসি ও পরবর্তীতে আজীবন কারা বাস দিয়ে কালাপানিতে প্রেরন করিয়া ছিল এবং শেষ নিঃশাষও ত্যাগ করিয়া ছিলেন সেই কালো কুঠিরে, এমনই মহা নায়ক আল্লামা ফজলে হাক খায়রাবাদীকে ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না ।

(২) মুরাদাবাদ দখল নিতে ইংরেজরা হিমসিম খাইয়া ছিল এবং বহুবার পরাস্ত হইয়া ছিল যাহার নিকট ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতওয়া প্রদানকারী উলামায়ে কিরামদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যিনি তিনি হলেন মাওলানা কেফায়াত আলি কাফী । ইংরেজরা যখন সম্পুর্ন ভাবে মুরাদাবাদ দখল নিল তখন তাহাকে গ্রেফতার করিয়া কি যে অমানবিক অত্যাচার করিয়া ছিল তাহা লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব । অবশেষে মুরাদাবাদের চৌরাস্তায় জনসমক্ষে একটি তকতার সাহায্যে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে নিতে এই গজল পড়িতে ছিলেন — 'কোই গুল বাকি রাহেগা না চামান রাহ জায়েগা -- বস রসুলে পাক কা দ্বীনে হুসুন রাহ জায়েগা ..... সব ফানা হো জায়েঙ্গে কাফী অ লেকিন হাশর তক -- নামে হজরত কা জুবানো পার সুখান রাহ জায়েগা' । এমনই মুজাহিদকে আপনি ইতিহাসে পাইবেন না ।

(৩) আমরা জানি মাস্টার দা সুর্যসেন ইংরেজদের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন করিতে সক্ষম হন নাই কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমার দাদাজান মুফতী রেজা আলি খান মুরাদাবাদের অস্ত্রাগার লুন্ঠন করিয়া ছিলেন, যে কারনে লর্ড হেস্টিং ও জেনারেল হার্টসন তাহার শিরোচ্ছেদের বিনিময়ে তৎকালিন পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষনা করিয়াছিলেন । (The neglected genius of east) ইতিহাস এখানেও নিরব ।

১৭ হাজার আলেম উলামা ও পাঁচ লক্ষ মুসলমানের ফাঁসির বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা । ফায়ারিংয়ের হিসাব নাই । দিল্লি থেকে লাহোর পর্যন্ত এমন কোন সৌভাগ্যপুর্ন বৃক্ষ ছিল না যাহাতে উলামায়ে কিরামের ফাঁসি দেওয়া হয় নাই । প্রতিদিন লাহোরের শাহী মসজিদে আশি জন করিয়া আলেমের ফাঁসি দেওয়া হইতো এবং লাহোরের রাবী নদীতে বস্তা ভর্তী করিয়া লাশকে ভাসাইয়া দেওয়া হইতো। এমনই নির্যাতিত হইয়া সুন্নী জনতা ও উলামায়ে কিরাম স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল করিয়াছেন ।

দুনীয়া সে আজ পুছো পিছে নাহি থে হাম
আংরেজ সে রহা থা জাব ইমতেহা হামরা,
জারদ মেভি গুলোয়ো কি মাকসাদ না হামনে ছোড়া
কাইদীয়ো মে ভি না বদলা আজম জো হামরা
রেলোঁ মে রাস্তো মে জেলো মে মাহফীলো মে
নারা থা হামকো দে দো হিন্দুস্থান হামারা ।

এটাই ছিল সুন্নীদের তারানা আর দেবন্দীদের ইংরেজ প্রীতির কয়েকটি নমুনা দিয়ে আমি আমার লেখা ইতি করিব ।

(১) দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী ইংরেজদের সম্পর্কে বলেন - শাসনভার আমাদের হাতে আসিলে উহাদের আরামে রাখিব । কারন, তাহারা আমাকে আরাম দিয়াছে । (ইফাদাতু ইয়াউমিয়া ৪র্থ খন্ড, ৬৯৭ পৃঃ) কি আরাম দিয়াছে দেখুন - ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে থানবী সাহেবকে ছয়শত টাকা দেওয়া হইত । (মুকালাতে সাদারাইন - ৯ পৃঃ) কেন টাকা দেওয়া হইত ? চিন্তা করুন।

(২) মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরেজ সরকার দয়ালু সরকার ও আমি তাদের অনুগত আর আমি মরিয়া গেলে তাদের অধিকার রহিয়াছে যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে । (তাজকীরাতুর রশীদ ১/৮০ ও ৭০ পৃঃ) উপরোক্ত কিতাবগুলি দেওবন্দীদের লিখিত । দেওবন্দীরা ইংরেজদের দালাল তার প্রমান অগনিত রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) হাফেজ নাসির, আরামবাগ - হুগলী ।

আমরা যে আস্তে আমীন বলিয়া থাকি তাহা কোন্ হাদীসের ভিত্তিতে ? দয়া করিয়া কিতাবের নাম বলিয়া দিবেন ।

উত্তর - والله الموفق والمعين আমীন আস্তে বলিবার হাদীস বিভিন্ন কিতাবে রহিয়াছে । সুনানে ইবনো মাজার মধ্যে হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্নিত হইয়াছে - "ان رسول الله ﷺ قال اذا امن القاری فامنوا فان الملائكة تومن فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কারী (ইমাম) আমীন বলিবে তখন তোমরা আমীন বলিবে । কারণ, ফিরিশতাগন আমীন বলিয়া থাকেন । তবে যাহার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের ন্যায় হইবে তাহার পূর্বেকার গোনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে ।

অনুরূপ এই হাদীস নাসায়ী শরীফের মধ্যেও হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্নিত হইয়াছে । যেহেতু ফিরিশতাদের আমীন শোনা যায় না এই কারণে আমরা আমীন আস্তে বলিয়া থাকি ।

والله تعالى اعلم

(২) জেলা মালদা থেকে আমি একজন মহিলা বলিতেছি। আমার চুল সাদা ও কালোতে প্রায় সমান সমান হইয়া গিয়াছে। বাড়ির মানুষ কালো খিজাব করিতে বলিতেছে । একজন আলেম বলিয়াছেন কালো খিজাব করা চলিবে না । আমি আপনাকে মাঝে মধ্যে ফোন করিয়া থাকি । আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিবো ।

উত্তর - والله الموفق والمعين আলেম সাহেব ঠিকই কথা বলিয়াছেন । কালো খিজাব কোন মতেই জায়েজ হইবে না । এখন আমার হাতে যে কিতাব খানা রহিয়াছে সেই কিতাব থেকে একটি হাদীস পাক সুনাইতেছি । হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে - "ان الله يبغض الشيخ الغريب" নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন যে কেশ গুলিতে কালো খিজাব করিয়া থাকেন । (রূহুল বাইয়ান, সুরা ফাতির) অবশ্য আমার পরামর্শ হইলো যে, যখন বাড়ির মানুষের নির্দেশ রহিয়াছে কালো খিজাব করিবার, তখন একেবারে ত্যাগ না করিয়া অন্য যে কোন কালার করিয়া নিলে ভালো হইবে । কারণ, কালো ছাড়া যে কোন কালার করিতে পারা যায় ।

والله تعالى اعلم

(৩) মাওলানা নূর আলী, মুরারই, বীরভুম ।

হুজুর ! আমরা নামাজে রুকু ও সিজদার যে তাসবীহ পাঠ করিয়া থাকি, তাহা সাধারনতঃ তিন বার কিংবা পাঁচবার । দশবার পর্যন্ত পাঠ করা যাইবে কিনা ? কোন কিতাবের হাওলা দিয়া দিবেন ।

উত্তর - والله الموفق والمعين মুনীয়াতুল মুসাল্লীর ১২০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - "ان ادنى تسبيحات الركوع والسجود الثلث والاوسط خمس مرات والاكمل سبع مرات"

রুকু ও সিজদার সব চাইতে কম তাসবীহ তিনবার ও পাঁচবার এবং সব চাইতে বেশি হইল সাতবার । কিন্তু আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ এর প্রথম খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে- "والكمال ان يقولها عشرا" দশবার পাঠ করা মুকাম্মাল সুন্নাত ।

والله تعالى اعلم

(৪) হুজুর ! স্বামী কি স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে নজর করিতে পারে ? এবিষয়ে একটু আলোকপাত করিলে খুব ভাল হইয়া থাকে । আপনি কিছু মনে করিবেন না ।

উত্তর - والله الموفق والمعين স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের লজ্জা স্থানের দিকে নজর করিতে পারিবে কিন্তু ইহাতে ক্ষতির সম্ভবনা থাকিয়া যায় । এই জন্য কেউ কাহারো দিকে নজর না করাই উত্তম । যেহেতু তুমি একজন আলেম মানুষ। তাই বলিতেছি, হিদাইয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বাবুল কিরাহিয়াত অবশ্য দেখিয়া নিবে । সেখানে বলা হইয়াছে -

"ان الاولى ان لا ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

لقوله عليه السلام اذا اتى احدكم اهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولان ذلک يورث الشيان"

উত্তম হইল যে, কেহ কাহারো লজ্জা স্থানের দিকে তাকাইবে না । কারণ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার স্ত্রীর কাছে যাইবে তখন যথা সাধ্য গোপন রাখিবে এবং গাধার ন্যায় উলোঙ্গ হইবে না । হিদাইয়ার লেখক ইহার কারণ বর্ননা করিয়াছেন যে, ইহাতে স্মৃতি শক্তি কম হইয়া যায় ।

আবার হাশিয়ায় বা টিকাতে হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ اذا جامع احدكم زوجته فلا ينظر الى فرجها فان ذلک يورث العمى"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্ত্রী সহবাস করিবে তখন তাহার লজ্জাস্থানের দিকে দেখিবে না । ইহাতে চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া যায় ।

والله تعالى اعلم

(৫) মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী, ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার জাতি নূর বলা চলিবে কি না ? এই বিষয়ের উপরে বাংলা দেশের উলামায়ে কিরামগনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । তাই পীরে তরীকাত হজরত আব্দুল কাইউম হুসাইনী সাহেব কিবলা আমার মাধ্যমে আপনার নিকট থেকে একটি অভিমত চাহিয়াছেন। অবশ্য WhatsApp এর মাধ্যমে উত্তর চাহিয়াছেন ।

উত্তর - والله الموفق والمعين হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূরুল্লাহ বা আল্লাহর নূর বলিয়া মানা জরুরী এবং তাঁহাকে আল্লাহর জাতী নূর বলা জায়েজ । অবশ্য তিনি আল্লাহ তায়ালার মাদ্দা বা অংশ ছিলেন না । তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালার অংশ ধারনা করা কুফরী এবং তাঁহাকে আল্লাহর জাতী নূর বলিয়া মানিবার ধারনাকে শির্ক বলা গোমরাহী ।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

"يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيک محمد ﷺ من نوره"

জাবির ! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিষের পূর্বে তোমার নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লামের নূরকে তাহার নূর থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন । (মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া)

হাদীস পাকে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নূরকে আল্লাহ তায়ালার জাতের দিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। উলামায়ে কিরামদিগের একাংশ এই নূরকে আল্লাহ তায়ালার জাতী নূর বলিয়াছেন । যেমন আল্লামা যারকানী আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন - "من نوره اى من نور هو ذاته" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সেই নূর থাকে পয়দা করিয়াছেন যাহা হইল অসলেই আল্লাহ তায়ালার জাত (সত্তা) । (শারহে যারকানী)

অনুরূপ শায়েখ অব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমা বলিয়াছেন - "وسيد رسل مخلوق است از ذات حق" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার জাত থেকে পয়াদা হইয়াছেন । (মাদারিজুন নবুওয়াত)

বিশেষ করিয়া আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতুঅর রিদওয়ান ও আল্লামা যারকানী শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমার উক্তির স্বপক্ষে রহিয়াছন ।

এখন আমার পরম শ্রোদ্দেয় হজরত মাওলানা আব্দল কাইউম হুসাইনী সাহেবকে বিশেষ করিয়া এবং সমস্ত বাংলাদেশী সুন্নী উলামায়ে কিরামকে লক্ষ করিয়া বলিতেছি-

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হইবার হাদীস হইলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত । কেবল আমাদের ঈমান রাখিতে হইবে । কাইফিয়াত বা অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে না ।

(খ) জাতী নূর বলিবার কিংবা মানিবার সাথে সাথে এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

ধারনাও রাখিতে হইবে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আদৌ আল্লাহ তায়ালার অংশ নহেন ।

(গ) আমি আন্তরিক ভাবে মনে করিয়া থাকি যে, ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির তাহকীক বা যাঁচাই হইল আমাদের শেষ কথা । সূতরাং আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করিতেছি যে, নূর সম্পর্কে আ'লা হজরতের রিসালাগুলি, বিশেষ করিয়া 'সিলাতুস সাফা ফী নূরিল মুস্তফা' আরো একবার গভীর ভাবে পাঠ করিয়া নিবেন ।

واللہ تعالی اعلم

(৬) আব্দুল করীম, করীমগঞ্জ - আসাম । মুর্দাকে চুম্বন দিতে পারে কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق والمعین মুর্দাকে চুম্বন দেওয়া জায়েজ । হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে - "اخرج البخاری عن عروۃ ان ابابکر قبل النبی ﷺ بعد موتہ" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তকালের পরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহাকে চুম্বান দিয়াছেন। (আল খাসায়েসুল কোবরা)

واللہ تعالی اعلم

(৭) আমি দক্ষিন ২৪ পরগানার বাশন্তী এলাকা থেকে একজন মৌলবী সাহেব বলিতেছি । আমরা জিলহাজ মাসে আট থেকে তের তারিখ পর্যন্ত যে তাকবীর পাঠ করিয়া থাকি, তাহা কেন এবং কবে থেকে চালু হইয়াছে ? দয়া করিয়া কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া দিবেন ।

উত্তর - واللہ الموفق والمعین এই বিষয়ে তাফসিরে রূহুল বাইয়ানের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"لماذبحہ قال جبریل اللہ اکبر اللہ اکبر فقال الذبیح لا الہ اللہ واللہ اکبر فقال ابراھیم اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد"

হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হজরত ইসমাঈল অলাইহিস সালামের বদলের দুম্বাটি জবাহ করিয়া দিয়াছেন, তখন হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন - আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার । অতঃপর হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার । তারপর হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন - আল্লাহু আকবার অ লিল্লাহিল হামদ । প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম হজরত ইবরাহীমের অন্য স্মৃতিগুলির ন্যায় এই স্মৃতিও রাখিয়া দিয়াছেন ।

واللہ تعالی اعلم

(৮) মাওলানা শুজাউদ্দীন রেজবী, মহেশপুর - ঝাড়খণ্ড । আমি বীরভুম নলহাটি এলাকায় একটি গ্রামে ইমামতি করিয়া থাকি । সেই গ্রামের কিছু যুবক ছেলে, তাহাদের মধ্যে দুই একজন মাষ্টার ও চাকুরেদার রহিয়াছে । ইহারা গ্রামের মধ্যে বিরাট অশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে । যেমন কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছেনা, নাভীর উপরে হাত বাঁধিতেছে, রাফয়ে ইয়াদাইন করিতেছে ও আমীন জোরে বলিতেছে ইত্যাদি । ইহারা পিস টিভি ছাড়া কাহারো কোন কথা মানিতে রাজি নয় । ইহারা এখন পুরাতন মসজিদের খুব কাছাকাছি একটি মসজিদ করিতে চলিয়াছে । এই মসজিদটি করিতে বাধা দেওয়া যাইবে কিনা ? দয়া করিয়া একটি সুপরামর্শ দিবেন এবং প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে একটি করিয়া হাদীস প্রদান করিলে খবই সন্তুষ্ট হইতাম ।

উত্তর - واللہ الموفق والمعین সুন্নীদের মসজিদের নিকট ওহাবীরা যে নামাজ ঘর করিতেছে তাহা শরীয়াত অনুযায়ী মসজিদ বলিয়া গন্য নয় । তবুও বলিতেছি, যদি কোন রকম বড় হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে বাধা দিতে হইবে । অন্যথায় আগামী প্রজন্ম গোমরাহ হইবে ।

নামাজে কান পর্যন্ত হাত তুলিতে হইবে.

"عن وائل بن حجر قال رأیت رسول اللہ ﷺ یرفع ابھامیہ فی الصلاۃ الی شحمۃ اذنیہ رواہ ابوداؤد"

হজরত অয়েল ইবনো হুজার রাদী আল্লাহু আনহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

فتى من الانصار فنزل واذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوا رواه البيهقى "

মুজাহিদ বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজে কিরাত পাঠ করিতে ছিলেন। তখন জনৈক আনসারী তরুনকে কিরাত পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। তখনই আয়াত পাক অবতীর্ন হইয়াছে, যখন কিরাত পাঠ করা হইবে তখন তোমরা শ্রবন করিবে এবং নীরব থাকিবে। (বায়হাকী)

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة رواه الدارقطنى "

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ইমাম রহিয়াছে, ইমামের কিরাত হইল তাহার কিরাত। (সুনানে দারু কুতনী)

"عن سعد بن ابى وقاص انه قال وددت ان الذى يقرأ خلف الامام فى فيه جمرة رواه امام محمد فى الموطا "

হজরত সাইদ ইবনো আবী অক্কাস বলিয়াছেন, আমি চাই যে, তাহার মুখে আগুন ভরিয়া যাক, যে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করিয়া থাকে। (মোয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ)

আমীন আস্তে বলিতে হইবে

"عن وائل بن حجر انه صلى مع النبى ﷺ فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته رواه الامام احمد و ابوداؤد "

হজরত অয়েল বিন হুজার হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর ﷺ এর সহিত নামাজ পড়িয়াছেন। তিনি যখন 'গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম অ লাদ দাল্লীন' এর উপর পৌছিয়াছেন তখন বলিয়াছেন - আমীন এবং তিনি ইহার শব্দকে আস্তে করিয়াছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ননা করিয়াছেন। والله تعالى اعلم

বলিয়াছেন — আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি - তিনি নামাজে তাঁহার দুই বৃদ্ধাঙ্গুলকে তাঁহার কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন। (আবু দাউদ, তাহাবী)

নাভির নীচে হাত বাঁধিবে

"عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله وجهه انه قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة رواه احمد ابوداؤد والدارقطنى والبيهقى "

হজরত আলি রাদী আল্লাহু অনহু বলিয়াছেন সুন্নাত হইল নাভীর নিচে হাতের উপর হাত রাখা। (মোসনাদে ইমাম আহমাদ, আবু দাইদ, দারু কুৎনী ও বায়হাকী)

রাফউ ইয়াদাইন করিবে না

"عن انس انه راى رسول ﷺ حين افتتح الصلوة رفع يديه حتى حاز ابها ما اذنيه ثم لم يعود الى شئ من ذلك حتى فرغ من صلاته رواه الدارقطنى "

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছেন, যখন তিনি নামাজ শুরু করিতেন তখন তাঁহার দুই হাত তাঁহার দুই কান পর্যন্ত উঠাইতেন। অতঃপর নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর হাত উঠাইতেন না। (দারুকুৎনী)

ইমামের পিছনে কিরাত নয়

"قال الله تعالى اذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوا"

আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন, যখন কোরয়ান পাঠ করা হইবে তখন তোমরা তাহা শ্রবন করো এবং নীরব থাকো। (সূরাহ আ'রাফ, ২০৪ আয়াত)

"عن مجاهد قال كان رسول الله ﷺ يقرء فى الصلاة فسمع قرأة

pdf By Syed Mostafa Sakib

www.sunnijagoran.ga

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

মূল্য - ১২